জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

ডিজিটাল প্রযুক্তি

(ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণের লক্ষ্যে রচিত

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি

রচনা ও সংকলন

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু

পৃষ্ঠা নম্বর

প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ধারণা ও প্রস্তুতি 1

অধিবেশন অনুযায়ী অনুযায়ী কার্যক্রম

অধিবেশন ১.১: প্রশিক্ষণ পরিচিতি 1

অধিবেশন 1.২: জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ পরিচিতি
1

অধিবেশন ১.৩: শিক্ষাক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ধারণায়ন 1

অধিবেশন ১.৪: শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ও শিখন-শেখানো সামগ্রী পরিচিতি 1

অধিবেশন ২.২: অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর নমুনা ক্লাস 1

অধিবেশন ২.৩-৩.৪: সিমুলেশন এর জন্য প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও ফিডব্যাক (ষষ্ঠ শ্রেণি)
1

অধিবেশন ৩.৫-৪.৪: সিমুলেশন এর জন্য প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও ফিডব্যাক (সপ্তম শ্রেণি) 1

অধিবেশন ৫.১: শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন 1

অধিবেশন ৫.২: পারদর্শিতা নির্দেশকের (PI) ব্যবহার , শিখনকালীন ও সামষ্টিক
মূল্যায়ন এপ্রোচ, রিপোর্ট কার্ড
১

অধিবেশন ৫.৩: বাৎসরিক বিস্তারিত শিখন পরিকল্পনা, নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে
শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব প্রশিক্ষণ পরবর্তী পরিকল্পনা ও সহায়ক ব্যবস্থা
১ অধিবেশন ৫.৩: মুক্ত আলোচনা ও প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক অঙ্গীকার নামা

অধিবেশন ৬.১: জেলা বা উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ১

অধিবেশন ৬.২-৬.৩: সেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার গাইডলাইন ও
প্রশিক্ষণ সেশনের সিমুলেশন
১

অধিবেশন ৬.৪: মুক্ত আলোচনা ১

পরিশিষ্ট

প্রশিক্ষকগণের প্রস্তুতি সহায়ক সেশন পরিকল্পনা

ম্যানুয়ালে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত শব্দ

NCF- National Curriculum Framework (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা)

PI- Performance Indicator (পারদর্শিতার নির্দেশক)

PS- Performance Standerd (পারদর্শিতার আদর্শ)

EL-Experiential Learning(অভিজ্ঞতামূলক শিখন)

প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ধারণা ও প্রস্তুতি

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সর্ম্পকে ধারণা

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটিতে কার্যক্রমগুলো এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে যেন শিক্ষকগণ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুযায়ী প্রণীত ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির জীবন ও জীবিকা বিষয়ের উপর পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

সম্পর্কে জেনে বিদ্যালয় পর্যায়ে কার্যকরভাবে উক্ত দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ যেন নিজেদের মধ্যে ও প্রশিক্ষকের সাথে প্রতিনিয়ত আলোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষনের মাধ্যমে কার্যক্রমগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সে ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

অধিবেশন

ছয়দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে একই ধারণা বা বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক কাজগুলোর সমন্বয়ে পৃথক পৃথক অধিবেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারিত আছে। একইসাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য সময়, কার্যক্রম, প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা, এবং ধাপে ধাপে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রক্রিয়া নির্দেশনা আকারে দেওয়া হয়েছে।

তথ্যপত্র

অধিবেশন পরিচালনার জন্য পাঠ্য বই, শিক্ষক-সহায়িকা, শিক্ষাক্রম এবং সংশ্লিষ্ট যেসব তথ্য বা বিষয়গত ধারণা প্রয়োজন তা কার্যক্রম অনুযায়ী প্রতিটি অধিবেশনের শেষে পৃথকভাবে সংযুক্ত আছে।

প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি

- প্রশিক্ষণ শুরু করার কিছুদিন আগে থেকেই অধিবেশন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রক্রিয়া, তথ্যপত্র, পাঠ্যবই, শিক্ষক সহায়িকা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে দেখে নিবেন।
- প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রবেশের সময়েই যেকোনো ধরনের দৈবচয়ন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীদের দলে বিভক্ত করবেন।
- প্রশিক্ষণের শুরুতেই প্রশিক্ষণকালীন নিয়মাবলি (গ্রাউন্ড রুলস) ও দৈনন্দিন কার্যক্রমের সময়সূচি উল্লেখ করবেন। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো মতামত বিবেচ্য হলে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমার্জন করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা-খাওয়া, যাতায়ত, সম্মানী ইত্যাদি বিষয়ে কোনো নির্দেশনা থাকলে উল্লেখ করবেন।

- প্রতিটি সেশনের আগেই প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো গুছিয়ে রাখবেন। উপকরণ বিতরনের সময় নিশ্চিত করবেন যেন অংশগ্রহনকারীগণ উপযুক্ত সংখ্যক উপকরণ একক বা দল হিসেবে পেয়েছেন।
- প্রেজেন্টেশন এর জন্য পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বা ভিডিও প্রদর্শন করতে হলে কারিগরি বিষয়গুলো নিয়ে পূর্বপ্রস্তুতি রাখতে হবে যেন পরবর্তীতে কারিগরি বিড়ম্বনা এড়ানো যায়।
- প্রতিদিনের প্রশিক্ষণ শুরু হবার অন্তত ২০ মিনিট আগে প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবেন। দলগত কাজ করা এবং উপস্থাপনার সুবিধার্থে প্রশিক্ষণ কক্ষের আসন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার নির্দেশনা দিয়ে করিয়ে নিতে হবে।

উপকরণ তালিকা (নমুনা):

- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রি-টেস্ট, পোস্ট-টেস্ট, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফর্ম, পাঠ্যবই, শিক্ষক-সহায়িকা।
- উপস্থিতিপত্র, নেম কার্ড, ব্যাগ/ফাইল, নোটবুক, রঙিন পোস্টার পেপার, রঙিন ভিপ কার্ড, সাদা কাগজ, কলম, পেন্সিল, রঙিন মার্কার, রঙিন সাইনপেন, বোর্ড পিন, মাস্কিং টেপ, স্টিকি নোট ইত্যাদি।
- পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড, পয়েন্টার, অডিও, ভিডিও, সাউন্ডবক্স, প্রজেক্টর।
- মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার।
- দল ভাগ করার জন্য নাম বা ক্রমিক সংখ্যা সম্বলিত লটারি করার কাগজ, লটারি করার কাগজ রাখার জন্য পাত্র, দল অনুযায়ী টেবিল শনাক্তকরণ কাগজ, সিমুলেশন ক্লাস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ।

প্রশিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা

- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন ধারণার কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করবেন (প্রেক্ষাপট-নির্ভর অভিজ্ঞতা - প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষন - বিমূর্ত ধারণায়ন - সক্রিয় পরীক্ষণ)

- শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শ্রেণিকাজ পরিচালনার জন্য শিক্ষক-সহায়িকা ব্যবহারের আবশ্যিকতা বারবার মনে করিয়ে দেবেন।
- তথ্য বা ধারণা-নির্ভর কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান অভিজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দেবেন, এরপর অধিবেশনের কার্যক্রম বা সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার সুযোগ দেবেন, এরপর তথ্যপত্রের আলোকে পূর্ববর্তী সকল আলোচনার প্রতিফলন করবেন এবং সবশেষে নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের পুনরায় কাজ করার বা মত প্রকাশের সুযোগ দেবেন।
- দলগত কাজ উপস্থাপনার সময়ে যে বক্তব্য এক দল আগেই উপস্থাপন করেছে, সেগুলো পরবর্তী দলের তুলে ধরার দরকার নেই। বরং পরবর্তী দল নতুন কিছু সংযোজনের চেষ্টা করবে। এতে সময় বাঁচানো সম্ভব হবে। কোনো দলের উপস্থাপনা নিয়ে ভিন্ন মত থাকলে, উপস্থাপনার শেষে তা নিয়েও আলোচনার সুযোগ তৈরি করা যায়।
- যে কোনো নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করবেন যেন সকল প্রশিক্ষণার্থী তা সমানভাবে বুঝতে পারে এবং নির্দেশনা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন বা মতামত আছে কিনা তাও জানতে চাইবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে দলগুলোর কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত নির্দেশনা ও ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।
- পূর্ব-নির্ধারিত কোনো পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসলে বা কোনো বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হলে সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখবেন।

(এক নজরে দিবসভিত্তিক কার্যক্রম)

শিক্ষক প্রশিক্ষণ: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ

সময়	দিবস ১	দিবস ২	দিবস ৩	দিবস ৪	দিবস ৫	দিবস ৬
৮.৩০-০৯.০০	উদ্বোধনী অধিবেশন ও প্রিটেস্ট	রিক্যাপ ও ওয়ার্ম আপ	রিক্যাপ ও ওয়ার্ম আপ	রিক্যাপ ও ওয়ার্ম আপ	রিক্যাপ ও ওয়ার্ম আপ	রিক্যাপ ও পোস্টটেস্ট
৯.০০-১০.০০	অধিবেশন ১.১ প্রশিক্ষণ পরিচিতি	অধিবেশন ২.১ শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ও শিখন-শেখানো সামগ্রী পরিচিতি	অধিবেশন ৩.১ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৪.১ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৭ম শ্রেণি)	অধিবেশন ৫.১ শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন	অধিবেশন ৬.১ জেলা বা উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি
১০.০০-১০.৩০	চা বিরতি					
১০.৩০-১২.৩০	অধিবেশন ১.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ পরিচিতি	অধিবেশন ২.২ অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের নমুনা ক্লাস (প্রশিক্ষক কর্তৃক)	অধিবেশন ৩.২ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৪.২ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৭ম শ্রেণি)	অধিবেশন ৫.২ PI ব্যবহার, শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ ও রিপোর্ট কার্ড	অধিবেশন ৬.২ সেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার গাইডলাইন ও সিমুলেশন (অধিবেশন ১.২, ১.৩, ১.৪)
১২.৩০-১.৩০	মধ্যাহ্ন বিরতি					
১.৩০-৩.৩০	অধিবেশন ১.৩ বিষয়ের ধারণায়ন	অধিবেশন ২.৩ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৩.৩ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৪.৩ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৭ম শ্রেণি)	অধিবেশন ৫.৩ বাৎসরিক বিষয়ভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা এবং নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে	অধিবেশন ৬.৩ সিমুলেশন (অধিবেশন ২.২, ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ও ৬.১)

					শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব	
৩.৩০-৪.৩০	অধিবেশন ১.৪ শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ও শিখন-শেখানো সামগ্রী পরিচিতি	অধিবেশন ২.৪ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৩.৪ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৪.৪ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৭ম শ্রেণি)	অধিবেশন ৫.৪ মুক্ত আলোচনা ও প্রশিক্ষণার্থীর আত্মপ্রতিফলন	অধিবেশন ৬.৪ মুক্ত আলোচনা
৪.৩০-৫.০০	চা বিরতি ও প্রস্থান					

কর্মদিবস-১

অধিবেশন ১.১: প্রশিক্ষণ পরিচিতি

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

আনন্দঘন ও সুশৃংখল পরিবেশ বজায় রেখে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটলাইন ও নিয়মাবলীর সাথে পরিচিত হওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : পরিচিতি, আইস ব্রেকিং ও প্রিটেস্ট

কাজ-খ : প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা

কাজ-গ : প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটলাইন

কাজ-ঘ : প্রশিক্ষণের গ্রাউন্ডরুল নির্ধারণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

আর্ট পেপার, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, নেম ট্যাগ, ও প্রিটেস্ট প্রশ্নপত্র, MMP (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, পয়েন্টার, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই পরিচিতি পর্বের জন্য আর্ট পেপার/ভিপ কার্ড কেটে নিন। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য প্রস্তুতকৃত MMP ১.১ পড়ে বুঝে নিন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নোট বুক, কলম, পেন্সিল ও প্রিটেস্টের প্রশ্নপত্র গুছিয়ে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : পরিচিতি, আইস ব্রেকিং ও প্রিটেস্ট

1. শুভেচ্ছা বিনিময় করে নিজের পরিচয় দিন। সবাইকে নেম ট্যাগ লাগাতে বলুন।
2. সকল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে একটি করে কার্ডের টুকরো দিন। টুকরোটি তাদেরকে ভালোভাবে লক্ষ্য করতে বলুন এবং টুকরোর জোড়া দেখে নিজেদের জুটি খুঁজে নিতে বলুন (একজনের হাতের টুকরোর সাথে যার টুকরোর অপর অংশ মিলে যাবে, তাকে নিয়ে জুটি গঠন করতে বলুন)। জুটিতে দু'জনকে পরিচিত হতে বলুন। একাজের জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিন। প্রত্যেকে তার জোড়ার সদস্যের সাথে কথা বলে একে অপরের ব্যাপারে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে নিতে বলুন
   - নাম
   - কর্মস্থল
   - যে কোনো পছন্দের বিষয়/কাজ
3. একে অপরের সাথে আলোচনা শেষে প্রত্যেকে তার জোড়ার সদস্যকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দিতে বলুন।

4. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেকের হাতে প্রি-টেস্ট তুলে দিন। প্রি-টেস্ট শেষ করার জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। এ সময় বিশেষভাবে উল্লেখ করবেন যেন প্রশিক্ষণার্থীগণ কারো সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে প্রি-টেস্ট এর প্রশ্নমালার উত্তর প্রদান করেন।

5. MMP ১.১ থেকে উদ্দীপনামূলক ভিডিওটি (the story of change of an egale)প্রদর্শন করুন, প্রদর্শন শেষে ভিডিও এর ওপর ২/৩ জনের মতামত শুনুন। তাদের মূল বক্তব্য মিলে গেলে ধন্যবাদ দিন; সঠিক তথ্য না পেলে যোগসূত্র টেনে মূল মেসেজটি বলে দিন ।

6. যারা এটিকে সমর্থন করেন, তাদেরকে হাত তুলতে বলুন এবং সবাইকে নিয়ে সমস্বরে উৎসাহমূলক শ্লোগান দিন 'আমরা পরিবর্তনের সাথেই আছি এবং থাকব' ।

কাজ-খ : প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা

এ প্রশিক্ষণ থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের যা যা প্রত্যাশা আছে , তা দুইমিনিট ভেবে সবাইকে নিজ নিজ নোটবুকে লিখতে বলুন। এবার আলোচনার মাধ্যমে তাদের সাধারণ প্রত্যাশাগুলো একত্রিত করে একটি পোস্টারে লিখুন এবং দেওয়ালে সেঁটে দিন এবং তাদেরকে আশ্বস্থ করুন যে আগামী পাঁচ দিনের আলোচনায় এই প্রত্যাশাগুলো পূরণ হবে।

কাজ-গ : প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউট লাইন

1. তথ্যপত্র ১.1(খ) এর আলোকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন (পাওয়ার পয়েন্ট /পোস্টার পেপারের সাহায্যে)।

2. এবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে তাদের প্রত্যাশাগুলো মিলিয়ে দেখতে বলুন।

3. এবার ছয়দিনব্যাপী কার্যক্রম ছকটি সংক্ষিপ্তভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন এবং সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের কোনো জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

কাজ-ঘ : প্রশিক্ষণের গ্রাউন্ডরুল নির্ধারণ

1. এই প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণকে আনন্দঘন ও সুশৃংখল রাখার জন্য আমরা সবাই কী কী নিয়ম নীতি মেনে চলব তা প্লেনারি আলোচনার মাধ্যমে একটি ফ্লিপ চার্টে লিখুন । প্রয়োজনে তথ্যপত্র ১.১ (গ) দেখে নিন।
2. সবার মতামতের ভিত্তিতে তালিকাটি চূড়ান্ত করুন এবং তাদের সহায়তায় দৃশ্যমান (সহজে চোখে পড়ে) কোনো দেয়ালে বা দরজায় লাগিয়ে দিন।
3. এবার MMP ১.১ থেকে দৃষ্টিভিঙ্গির ওপর ভিডিওটি প্রদর্শন করুন এবং মূলকথা প্রশিক্ষণার্থীদের বলতে বলুন। প্রয়োজন মূল মেসেজ 'ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সব সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখে'- এটি বুঝিয়ে বলুন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনটি সমাপ্ত করুন।

তথ্যপত্র ১.১ (ক)

প্রিটেস্ট

নাম: ..... জেন্ডার:

নারী/পুরুষ/অন্যান্য

পাইলটিং স্কুলের শিক্ষক কি না: হ্যাঁ/না

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

নাম:.....

ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এ যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে-

খ) যেসব কারণে শিক্ষাক্রমে **এসব** পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করছি-

গ) অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন বলতে যা বুঝি-

ঘ) শিখনকালীন মূল্যায়ন যেভাবে করা যায়-

ঙ) সামষ্টিক মূল্যায়ন যে প্রক্রিয়ায় হতে পারে-

চ) পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের যেভাবে সহায়তা করা যায়-

তারিখ স্বাক্ষর

তথ্যপত্র ১.১ (খ)

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত করা (সক্ষমতা তৈরি)।

উদ্দেশ্য

- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এবং বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ২০২২ সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমের সাথে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল পার্থক্য ও পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
- শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুযায়ী অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি জানা ও অনুশীলন করা।

তথ্যপত্র ১.১ (গ)

প্রশিক্ষণে যে নিয়মগুলো আমরা মেনে চলব (গ্রাউন্ড রুলস, নমুনা)

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষে আসা ও বিরতির জন্য নির্ধারিত সময় শেষে ফিরে আসা
- প্রশিক্ষণ চলাকালে মোবাইল বন্ধ রাখা
- কার্যক্রম চলাকালে কোনো জিজ্ঞাসা/মতামত থাকলে হাত তুলে জানানো
- মতামত প্রদানের সময় অন্যের বক্তব্য সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বাইরে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বিরত থাকা
- প্রতিদিনকার কার্যক্রম শেষে ব্যবহৃত উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখা এবং প্রশিক্ষণ কক্ষ ও কেন্দ্র পরিষ্কার রাখা (যেমন- টিস্যু, পানির বোতল, ওয়ান টাইম কাপ/গ্লাস, মাস্ক ইত্যাদি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা)
- স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলা

- কার্যক্রম চলাকালে অনুমতি না নিয়ে ছবি তোলা বা ভিডিও ধারণ করা থেকে বিরত থাকা
- কর্মসূচির ডকুমেন্টশনের জন্য ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণের ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকলে জানিয়ে রাখা

কর্মদিবস-১

অধিবেশন ১.২: জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ পরিচিতি

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ -এর মূল রূপকল্প, পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট, শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, এবং চলমান শিক্ষাক্রমের তুলনায় মূল পরিবর্তনসমূহের সাথে পরিচিত হওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ সম্পর্কে ধারণা যাচাই

কাজ-খ : জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ -এর প্রধান দিকগুলো উপস্থাপন, আলোচনা ও মত বিনিময়

প্রয়োজনীয় উপকরণ

মার্কার পেন/চক, বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১, MMP ১.২ (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন), প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, পয়েন্টার, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা সম্পর্কে ভালোভাবে (MMP ১.২) পড়ে বুঝে নিন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ সম্পর্কে ধারণা যাচাই

1. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কয়েকটি প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা করুন, প্রশ্নগুলো এমন হতে পারে-
    - জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ সম্পর্কে আপনারা কী জানেন?
    - যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বলতে আপনার ধারণা কী?
    - চলমান শিক্ষাক্রম ও জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর মধ্যে মিল এবং অমিল সম্পর্কে আপনার মতামত কী?
    - জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ অনুযায়ী শিখন শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?
    - জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর এমন কি কোনো দিক আছে যে ব্যাপারে বিশেষভাবে ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন মনে করেন? থাকলে সেটি কী?

এ পর্যায়ে প্রশ্নগুলো নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজেদের মত প্রকাশ করতে এবং আলোচনা করার সুযোগ তৈরি করে দিন। যেসব বিষয়ে দ্বিধা বা প্রশ্ন তৈরি হবে তা নিয়ে তাদেরকেই মন্তব্য করার সুযোগ দিন।

কাজ-খ : জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ -এর প্রধান দিকগুলো উপস্থাপন, আলোচনা ও মত বিনিময়

1. তথ্যপত্র ১.২-এর আলোকে প্রশিক্ষক জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১-এর প্রধান দিকগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন (পোস্টার/পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ১.২ এর মাধ্যমে) করুন।

2. উপস্থাপনা শুরু করার আগেই তাদের জানিয়ে রাখুন, যে বিষয়গুলো নিয়ে তাদের প্রশ্ন/জিজ্ঞাসা থাকবে তা নোট নিয়ে রাখতে এবং উপস্থাপনা শেষে জিজ্ঞাসাগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। একইসাথে, শিক্ষাক্রম রূপরেখা সম্পর্কে সম্পর্কে তাদের কোনো তথ্যগত ভুল ধারণা আছে কি না তা আলোচনার মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করবেন ও সঠিক তথ্য প্রদান করবেন।

3. উপস্থাপন শেষে তথ্যপত্র থেকে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো নিরবে পড়তে বলুন। পাঠ শেষে এ বিষয়ে তারা কী বুঝতে পেরেছেন তা সামনে এসে যে কোনো দুইজনকে সংক্ষেপে বলতে বলুন।

4. তাদের ধারণায় কোনো ঘাটতি বা ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে দিন।

5. নতুন কোনো প্রশ্ন তৈরি হলে তা নিয়ে আলোচনা করুন ।

6. সবশেষে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা নিয়ে সাধারণ একটি উপসংহার টেনে , সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

তথ্যপত্র ১.২

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১

নতুন শিক্ষাক্রমে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও আনন্দময় পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টি
- বিষয় এবং পাঠ্যপুস্তকের বোঝা ও চাপ কমিয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতায় গুরুত্ব আরোপ
- গভীর শিখন (Deep learning) ও তার প্রয়োগে গুরুত্ব প্রদান
- মুখস্থ নির্ভরতার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমভিত্তিক শিখনে অগ্রাধিকার প্রদান
- খেলাধুলা ও সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনের উপর গুরুত্ব প্রদান
- নির্দিষ্ট দিনের শিখনকাজ যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শেষ হয় সে ধরনের শিখন কার্যক্রম পরিচালনা এবং আনন্দময় কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে হোম ওয়ার্কের চাপ কমানো
- নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত পারদর্শিতার মূল্যায়ন ও সনদ প্রাপ্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ
- জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা

রূপকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা।

যোগ্যতা -

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা

যোগ্যতা নির্ধারণের প্রেরণা হিসেবে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

জাতীয় শিক্ষাক্রমের মূল ভিত্তি হলো:

মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত চেতনা

- মানবিক মর্যাদা

- সামাজিক ন্যায়বিচার
- সাম্য

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি

- জাতীয়তাবাদ
- সমাজতন্ত্র
- গণতন্ত্র ও
- ধর্মনিরপেক্ষতা

মূল যোগ্যতা (Core Competency)

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পারিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় মূল পরিবর্তনসমূহ

- ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য ১০টি বিষয় (প্রচলিত মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থাকবে না);
- পরীক্ষা ও মুখস্থনির্ভর পড়াশোনার পরিবর্তে, পারদর্শিতাকে গুরুত্ব দিয়ে দশম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা;
- পরীক্ষার চাপ কমানোর জন্য একাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণি শেষে এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা;
- পারদর্শিতা অর্জন নিশ্চিত করা ও মুখস্থনির্ভরতা কমানোর জন্য শিখনকালীন মূল্যায়ন
- ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কৃষি, সেবা বা শিল্প খাতের একটি অকুপেশনের ওপর পেশাদারি দক্ষতা অর্জন বাধ্যতামূলক
- সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন প্রবর্তন;
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বিদ্যালয়, পরিবার ও সামাজিক পরিসরে অনুশীলন;
- শিক্ষার্থীর অভিন্ন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়ের পাশাপাশি মাদ্রাসা ও কারিগরি শাখার বিশেষায়িত বিষয়সমূহের যৌক্তিক সমন্বয়।

কর্মদিবস-১

অধিবেশন 1.3: বিষয়ের ধারণায়ন

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;
- ডায়াগ্রাম পর্যালোচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ধারণায়ন বর্ণনা করতে পারা;
- ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের মূল ডাইমেনশনগুলো বিশ্লেষন করতে পারা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

কাজ-খ : বিষয়ের ধারণায়ন

কাজ-গ : বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রাম

কাজ-ঘ : মূল ডাইমেনশন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পোস্টার পেপার (হলুদ রঙের), মার্কার পেন/চক, বোর্ড, ভিপ কার্ড, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন ১.৩, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

অধিবেশনের কাজ: গ এর জন্য একটি পোস্টার পেপারে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ডায়াগ্রামটি এঁকে রাখতে হবে যেন প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে বিদ্যুৎ না থাকলেও ডায়াগ্রামটি প্রদর্শন করা যায়। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করে নিতে পারেন, রিসোর্স বই ও শিক্ষক সহায়িকার সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। প্রশিক্ষণের প্রতিফলন লিখে রাখার জন্য একটি ডায়েরি সঙ্গে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

1. সকল অংশগ্রহণকারীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশনের উদ্দেশ্যগুলো জানান;
2. সকল অংশগ্রহণকারীকে তার পাশের জনের সাথে জোড়ায় ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের যোগ্যতাটি পড়তে বলুন;
3. এবার প্রত্যেক জোড়াকে একটি ভিপ কার্ডে যোগ্যতাটি লিখতে বলুন এবং যোগ্যতাটি হতে মূল শব্দগুলোর নিচে দাগ দিতে বলুন;
4. এবার প্রত্যেক জোড়াকে তাদের পর্যবেক্ষণে যোগ্যতার কোন শব্দগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন তা উপস্থাপন করতে বলুন;
5. কয়েক জোড়া উপস্থাপনের পর সহায়তাকারী মূল যোগ্যতাটি ব্যাখ্যা করে দিবেন।

কাজ-খ : ডায়াগ্রাম পর্যালোচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ধারণায়ন

1. মাল্টিমিডিয়া প্রজেন্টেশনে অথবা পোস্টারে ডায়াগ্রামটি প্রদর্শন করুন;
2. ডায়াগ্রামে প্রতিটি স্তরের ধারণায়ন বিষয়গুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন;
3. ছয় জন করে দল গঠন করে দিন এবং দলে আলোচনা করে ডায়াগ্রামের স্তরভিত্তিক বিষয় অনুযায়ী উদাহরণ উল্লেখ করে স্টিকি নোট/ভিপকার্ডে লিখে প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে নিচের ছবির মতো করে উপস্থাপন করবে...

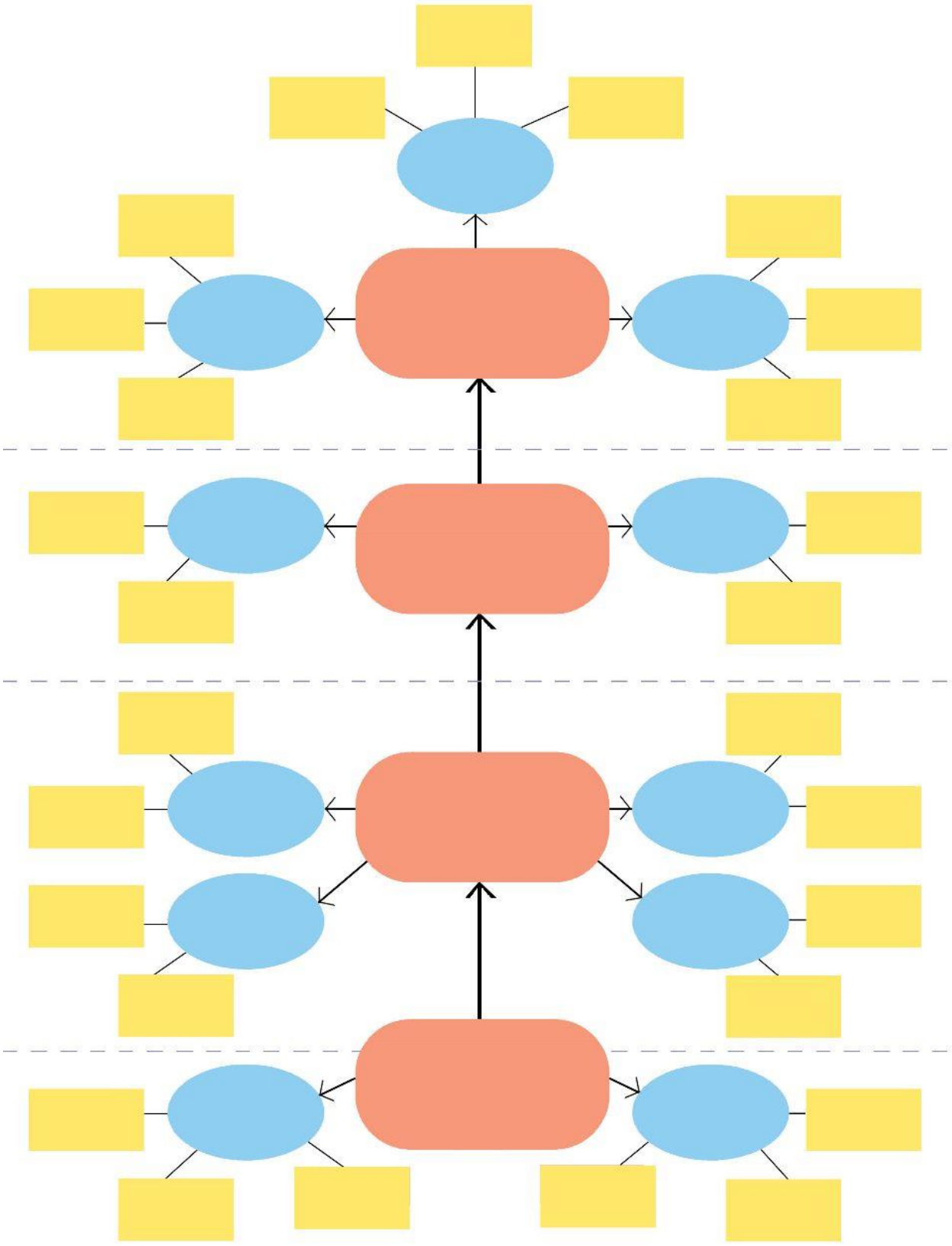

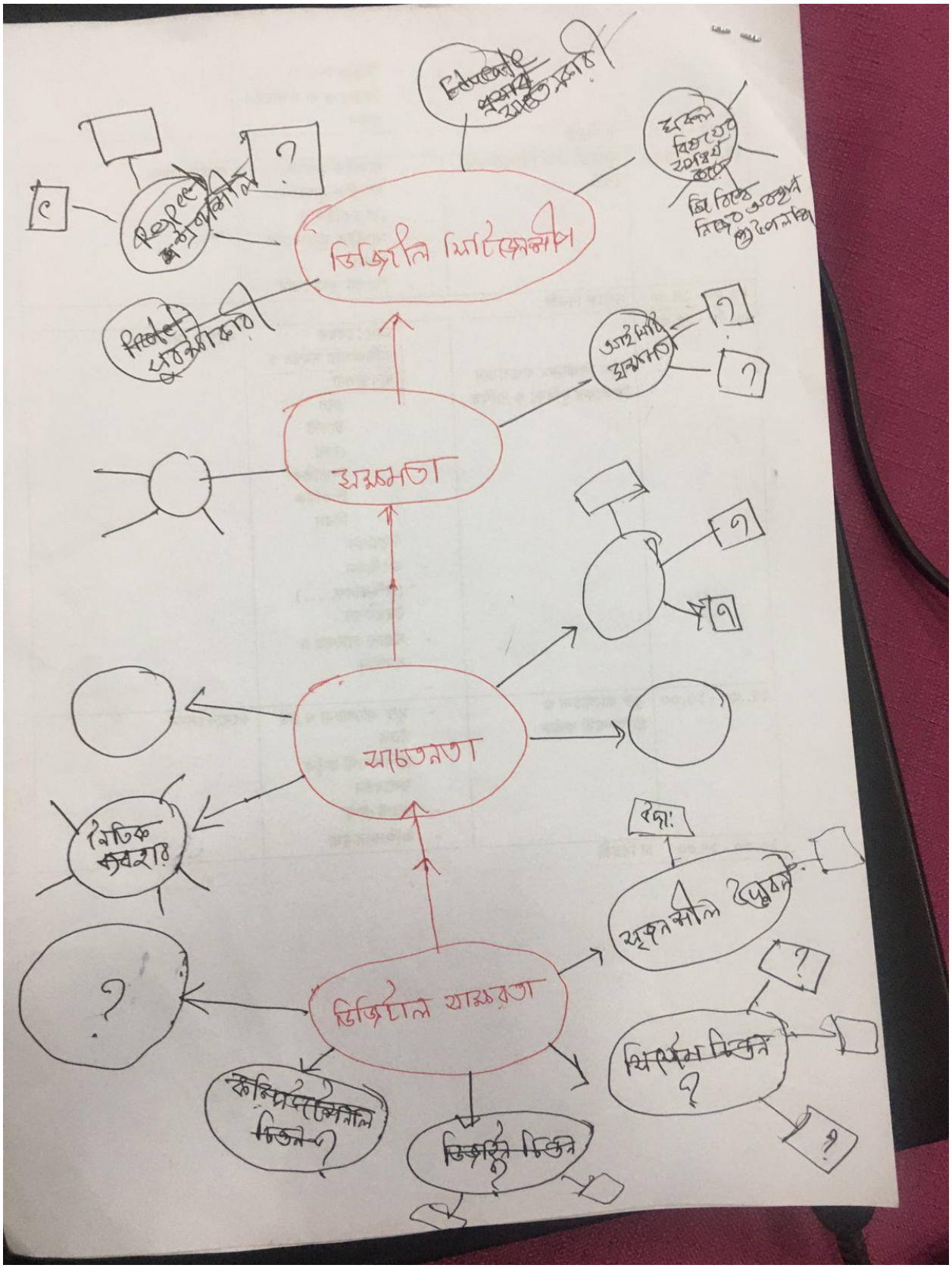
ডিজিটাল লিটারেসী
ক্ষমতা
সচেতনতা
ডিজিটাল ব্যবহার

4. ছকটি পূরণ করতে দশ মিনিট সময় দিন;

5. প্রত্যেক দলের একজনকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন;

কাজ-গ : ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের মূল ডাইমেনশনগুলো বিশ্লেষন ৩০ মি.

1. অংশগ্রহণকারীদের সহায়ক তথ্য-১.৩.১ হতে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ডাইমেনশনগুলো নিরবে পড়তে বলুন;

2. পড়া শেষে কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ডাইমেনশনগুলোর আলোকে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রগুলো জানতে চাইবেন (সচেতনতা, সক্ষমতা, ডিজিটাল নাগরিক ইত্যাদি);

3. মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন বা পোস্টার প্রদর্শন করে ডাইমেনশনের আলোকে যোগ্যতাগুলো উপস্থাপন করুন;

সহায়ক তথ্য 1.৩.১

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ, নিরাপদ, নৈতিক, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পারা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতা অর্জন করে প্রত্যাশিত ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৈরি হওয়া।

বিষয়ের ধারণায়ন

ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ের ধারণায়নের সময় এই বিষয়ের ব্যাপ্তি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। বরং বিষয়ের ধারণায়ন এমনভাবে করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থী শুধু তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকারীই হবে না বরং সে ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জন করবে, ও তার সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের এবং পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন করতে পারবে। এর ফলে আইসিটি সক্ষমতার পাশাপাশি তার মাঝে ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতাও তৈরি হবে যা তাকে দক্ষ ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়টির ধারণায়নের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে ডিজিটাল সাক্ষরতা, তথ্য সাক্ষরতা যার মূল অনুষঙ্গ। ডিজিটাল সাক্ষরতা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সুসংবদ্ধ চিন্তন দক্ষতা অর্জন করবে যার সাহায্যে তারা নিজস্ব ডিজিটাল সলিউশন সৃষ্টি করতে পারবে। এক্ষেত্রে যে চিন্তনদক্ষতাসমূহকে এই ধারণায়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলো হল : ক¤িপউটেশনাল চিন্তন, ডিজাইন চিন্তন ও সিস্টেম চিন্তন। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ ও সহযোগিতা, সৃজনশীল উদ্ভাবনের যোগ্যতা অর্জন করবে যা তার আইসিটি সক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

দক্ষ ডিজিটাল নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরো যে দুটি বিষয়ে ধারণা অর্জন করতে হবে তা হল: আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার, এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রেক্ষাপট। আইসিটি সক্ষমতা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতা দুইক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ের ধারণায়নে উঠে আসা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে নিচে আলোকপাত করা হল।

ডিজিটাল সাক্ষরতা: বর্তমান সময়ের প্রযুক্তি নির্ভর সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে জীবনধারণ করতে ডিজিটাল সাক্ষরতা অত্যাবশ্যক। ডিজিটাল সাক্ষরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ তথ্য সাক্ষরতা, তবে এর পরিধি আরো ব্যাপক। সু^{2} চিন্তন দক্ষতা ব্যবহার করে বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা, বিভিন্ন প্রয়োজনে দক্ষতার সঙ্গে উপযুক্ত প্রযুক্তির যথাযথ, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পারা, এবং নিজস্ব কনটেন্ট তৈরি ও উপস্থাপনও ডিজিটাল সাক্ষরতার অংশ। তথ্য সাক্ষরতা স¤পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে নিচে আলোকপাত করা হল :

তথ্য সাক্ষরতা বলতে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য খুঁজে বের করা, তথ্যের নিরাপদ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা, তথ্য ও তথ্যের উৎসের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করাসহ তথ্য ব্যবস্থাপনার সকল দিককে বোঝায়। তথ্য সাক্ষরতা সকল মাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে আলোচনা করে, এখনকার সময়ে মিডিয়া লিটারেসি বা মিডিয়া সাক্ষরতা এর অন্যতম

অনুষঙ্গ। ডিজিটাল মিডিয়ার বিশাল তথ্যভান্ডার এখন মানুষের কাছে উন্মুক্ত, মানুষের পছন্দ, অপছন্দ, মতামতের ওপর ¯পষ্ট প্রভাব পড়ছে এসব ডিজিটাল মিডিয়ার। কাজেই যেকোনো মিডিয়া থেকে তথ্য নেবার আগে উৎস ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদির নির্মোহ বিশ্লেষণ করা জরুরি। একই সঙ্গে দরকার তথ্য ব্যবহার বা শেয়ার করার আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ইস্যুসমূহ বিবেচনা করে দায়িত্বশীল আচরণ চর্চা করা। তাছাড়া ডিজিটাল মিডিয়াকে শুধু তথ্য গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে না নিয়ে নিজস্ব কনটেন্ট তৈরি ও শেয়ারের প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি যেহেতু দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এসব প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও ব্যবহারিক দক্ষতা ছাড়া তাই তথ্য সাক্ষরতা অর্জন করা কঠিন। অন্য দিকে একবিংশ শতকে প্রযুক্তি ব্যবহারকারী হিসেবে শুধু নয়, বরং ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীরা যাতে উদ্ভাবকের ভূমিকা নিতে পারে সেটাও বিবেচ্য। আর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সৃজনশীল চিন্তা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা যাতে কার্যকর ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন করতে পারে সেজন্যেও ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রয়োজন। এসব বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে যাতে ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জন করতে পারে এবং জীবনব্যাপী এই দক্ষতা যাতে কাজে লাগাতে পারে সেই অনুযায়ী অর্জনউপযোগী যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। ডিজিটাল সাক্ষরতা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে তাদের নিচের ডাইমেনশনগুলোতে ব্যাখ্যা করা যায় :

ক) যোগাযোগ ও সহযোগিতা : তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীকে এখন বলা হচ্ছে গেØাবাল ভিলেজ, যেখানে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসে যে-কেউ অন্য প্রান্তের কারো সঙ্গে মুহূর্তেই যোগাযোগ করতে পারে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও সমস্যা সমাধানের জন্য হোক বা অন্য যেকোনো সৃজনশীল কাজের জন্য হোক প্রযুক্তিনির্ভর এই পৃথিবীতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে যোগাযোগের সক্ষমতা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি হচ্ছে পার¯পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন। এই ক্ষেত্রে শুধু আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতাই যথেষ্ট নয়, বরং নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রæপের জন্য উপযুক্ত যোগাযোগের মাধ্যম নির্ধারণ করে যোগাযোগের দক্ষতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

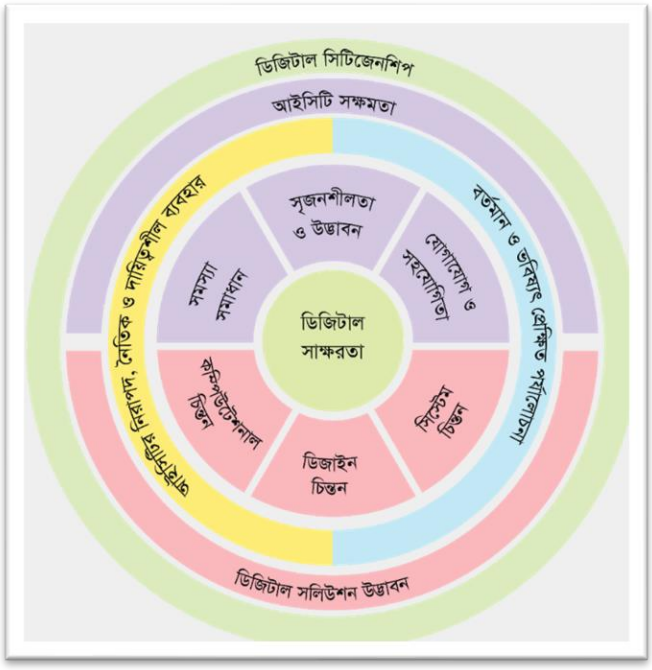

খ) সমস্যা সমাধান : ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক প্রয়োজনে বা কোনো সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ও সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারার সক্ষমতা অর্জন করার উপরে এই রূপরেখায় বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। শুধু তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার নয়, বরং যেকোনো সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সবগুলো ধাপে যথাযথভাবে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

গ) সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন : সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহারই শুধু নয়, বরং নিজস্ব কনটেন্ট তৈরি থেকে শুরু করে সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ করে ডিজিটাল সমাধান সৃষ্টি এই ধরনের যোগ্যতার অন্তর্গত।

ঘ) কম্পিউটেশনাল চিন্তন : ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জনের জন্য মূল যেই দক্ষতাগুলো প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল ক¤িপউটেশনাল চিন্তন। এটি মূলত সমস্যা সমাধানের একটি সুসংবদ্ধ গাণিতিক চিন্তন প্রক্রিয়া, যার মধ্যে রয়েছে জটিল সমস্যাকে ছোট ছোট অংশে ভেঙে আলাদা করা, তথ্য উপাত্ত যৌক্তিকভাবে সাজানো, সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোকে ধারাবাহিকভাবে ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করা, প্যাটার্ন খুঁজে বের করা ইত্যাদি।

ঙ) ডিজাইন চিন্তন : ডিজাইন চিন্তন ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ডিজাইন চিন্তন বলতে মূলত বোঝায় কোন সমস্যার সৃজনশীল, অভিনব ও কার্যকরী সমাধান উদ্ভাবন এবং তা যৌক্তিক মানদÐের বিচারে যাচাই-বাছাই করার সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়া।

চ) সিস্টেম চিন্তন : সিস্টেম চিন্তন বলতে মূলত বোঝায় কোনো সুনির্দিষ্ট সমস্যা ও তার প্রস্তাবিত সমাধান, সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক সামাজিক প্রেক্ষাপটের আন্তঃস¤পর্ক উদঘাটনের জন্য একটা সমন্বিত প্রয়াস। ডিজিটাল সিস্টেম কীভাবে কাজ করে, এর বিভিন্ন উপাদান ও তাদের মিথস্ক্রিয়া কীভাবে গোটা সিস্টেমকে প্রভাবিত করে, এবং ডিজিটাল সিস্টেমসমূহের পরিবর্তন সমাজ, অর্থনীতির উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে সেসবও এখানে বিবেচ্য বিষয়।

উপরে উল্লেখিত ডাইমেনশনগুলোতে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যে দুটি বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে হবে তা হল: আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট।

- **আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার :** তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে যোগাযোগ অভাবনীয় সহজ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু উল্টো দিকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন ঝুঁকি। এসব ঝুঁকি স¤পর্কে জানাই শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এই ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহারের দক্ষতা থাকাও জরুরি। মেধাস্বত্ব রক্ষার নৈতিক ও আইনি কাঠামো, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ ও সামাজিক

কাঠামোতে এর নানা প্রভাব সম্পর্কিত আইন ও নৈতিক কাঠামো স¤পর্কে জ্ঞান থাকা তাই দরকার। একই সঙ্গে প্রয়োজন ব্যক্তিগত পরিচয়, গোপনীয়তা এবং অনুভূতি, রীতি-নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করা।

- **বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা :** ডিজিটাল সক্ষমতা অর্জন করতে নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চাহিদা, প্রাপ্যতা, ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনা যেমন জরুরি, তেমনি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কীভাবে প্রভাবিত করে সেটিও পর্যালোচনা করা জরুরি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল; আর এ পরিবর্তনশীলতা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকেও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে সমাজে একদিকে যেমন কিছু ঝুঁকি তৈরি হয় তেমনি নতুন প্রযুক্তির কারণে উন্মোচিত হয় নতুন সম্ভাবনার দ্বার। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলা করে প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানোর দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা প্রয়োজন। গত শতকের শেষভাগে ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবনের পর থেকে তথ্যপ্রযুক্তি যে গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাতে এই সক্ষমতা অর্জনের জন্য শুধু বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা যথেষ্ট নয়। বরং অর্জিত যোগ্যতার প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এই প্রেক্ষাপট কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে কর্মজগতে তার কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা দুরকম সক্ষমতা অর্জন করবে, সেগুলো হল : আইসিটি সক্ষমতা এবং ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন।

- আইসিটি সক্ষমতা : বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বড় অংশের মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে এই অভ্যস্ততা বেড়ে চলেছে। তাই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহে দৈনন্দিন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শেখার দক্ষতার চেয়ে এখন বেশি প্রাধান্য পেয়েছে দৈনন্দিন জীবনে তথ্য-প্রযুক্তির নিরাপদ, নৈতিক, যথাযথ, কার্যকর ও পরিমিতভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করা।
- ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন : একবিংশ শতকের বাস্তবতা সামনে রেখে ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার একটি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতা গড়ে তোলা, সেই সূত্র ধরে এই শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও অভিনব ডিজিটাল সলিউশন সৃষ্টির সক্ষমতা অর্জনের দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর ফলে সে শুধু বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারবে তা-ই নয়, বরং পরবর্তী জীবনেও তার বিভিন্ন সম্ভাবনার দরজা খোলা থাকবে।

ডিজিটাল সিটিজেনশিপ : উপর্যুক্ত সকল বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যাতে ডিজিটাল নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এই রূপরেখায়। একটি ডিজিটাল সমাজে শিক্ষার্থী যাতে দক্ষতার সঙ্গে নিজের

অবস্থান করে নিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ডিজিটাল সিটিজেনশিপকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। একজন ডিজিটাল নাগরিক যেসব দিক দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

- ডিজিটাল সাক্ষরতা
- ডিজিটাল সলিউশন সৃষ্টি
- ভার্চুয়াল পরিচিতি (Virtual Identity)
- ডিজিটাল সিস্টেমে প্রাইভেসি ও নিরাপত্তা
- ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার
- ডিজিটাল মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ
- সাইবার অপরাধ
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও মেধাস্বত্ব

প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি আলাদা বিষয় আকারে থাকছে না, তাই এই স্তরের সকল শিখন যোগ্যতা ক্রস কাটিং হিসেবে গণিতসহ অন্যান্য সকল বিষয়ের শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হবে।

কর্মদিবস ১

অধিবেশন ১.৪: শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখন শেখানো সামগ্রী সময়:

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির যোগ্যতাসমূহ এর সাথে পরিচিত হওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

কাজ-খ : ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির যোগ্যতা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পোস্টার, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, নোট বুক, স্টিকি নোট, কলম, পেন্সিল ও পর্যাপ্ত পোস্টার পেপার।

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নোট বুক, স্টিকি নোট, কলম ও পেন্সিল গুছিয়ে নিন। যদি এই সেশন পরিচালনা করার জন্য এই সেশনের কন্টেন্ট নিয়ে কোন মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন অথবা মূল কন্টেন্ট পোস্টার পেপারে প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটি নিজে তৈরি করে নিবেন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

6. প্রতিটি শ্রেণির জন্য প্রতিটি বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত আছে। সেশনের শুরুতে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে সহায়ক তথ্য প্রদান করা আছে সহায়ক তথ্য ১.৪.১ এ।

7. সহায়ক তথ্য থেকে উভয় শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা নিজে ভালো করে পড়ে নিন। মূলত ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে যেই যোগ্যতাগুলো নিয়ে কাজ করা হবে সারসংক্ষেপে তার মূল প্রতিপাদ্য উঠে এসেছে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতায়।

8. এবারে ৬ষ্ঠ শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতায় কি কি প্রসংগ উঠে এসেছে তা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শন করুন। তারপর এই প্রসঙ্গগুলো প্রত্যেকটি আলাদা করে ক্রম অনুসারে ১,২,৩... এভাবে লিখে ফেলতে বলুন।

9. এবারে এই প্রতিটি প্রসংগ বলতে শিক্ষকেরা কি বুঝেন সেটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে ৫ মিনিট সময় প্রদান করুন। জানিয়ে দিন এরপর দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষককে ডাকা হবে যেকোনো একটি প্রসংগ সম্পর্কে তিনি কি বুঝতে পারছেন সেটি বলার জন্য।

10. ৫ মিনিট অতিক্রান্ত হবার পর যেকোনো ২ জন শিক্ষককে ডাকুন। তাদেরকে ৬ষ্ঠ শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা থেকে যেকোনো ২ টি প্রসঙ্গে (একজন শিক্ষককে ১ টি প্রসঙ্গে) জিজ্ঞাসা করুন যে এই প্রসংগ সম্পর্কে তাদের কি ধারণা। প্রত্যেক শিক্ষককে ২ মিনিট করে সময় দিন নিজের ধারণা বিনিময় করতে। এরপর ধন্যবাদ দিয়ে তাদের নিজ আসনে ফেরত পাঠিয়ে দিন।

11. এবারে শিক্ষকদের বলুন প্রতিটি যোগ্যতার মধ্যেই জ্ঞানমূলক, দক্ষতামূলক, মূল্যবোধ সংক্রান্ত এবং গুনাবলি সংক্রান্ত যোগ্যতা গড়ে উঠে। শিক্ষকদের বলুন ৬ষ্ঠ শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতায় এমন কি কি দক্ষতা গড়ে উঠছে সেগুলো চিহ্নিত করে একটি ছকে লিখে ফেলতে। ছকটি নিচের মত হতে পারে-

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা	জ্ঞানমূলক যোগ্যতা	দক্ষতামূলক যোগ্যতা	মূল্যবোধ সংক্রান্ত যোগ্যতা	গুণাবলি সংক্রান্ত যোগ্যতা

12. এই পর্যায়ে শিক্ষকদের বলুন ৬ষ্ঠ শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা থেকে আরও অগ্রসর হয়ে ৭ম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা তৈরি করা হয়েছে। এসময় ৭ম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা তাদেরকে জানিয়ে দিন।

13. এবারে শিক্ষকদের বলুন ৬ষ্ঠ শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার কোন প্রসঙ্গের সাথে ৭ম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার কোন প্রসঙ্গের মিল বা সম্পর্ক পাচ্ছেন সেটি খাতায় লিখে ফেলতে। এজন্য শিক্ষকদের ১০ মিনিট সময় প্রদান করুন। উদাহরণ হিসাবে বলবেন ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ছিল **ডিজিটাল নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান-প্রদান পর্যবেক্ষণ করতে পারা। অপরদিকে এটির পরবর্তী অগ্রগতি ধাপ হিসাবে ৭ম শ্রেণিতে আছে বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের প্রবাহ পর্যালোচনা করে তথ্য নির্বাচন।** এক্ষেত্রে তাদের নিচের মত একটি ছক তৈরি করতে বলতে পারেন-

৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার তুলনা	
৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি
ডিজিটাল নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান-প্রদান পর্যবেক্ষণ করতে পারা। অপরদিকে এটির পরবর্তী অগ্রগতি ধাপ হিসাবে	বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের প্রবাহ পর্যালোচনা করে তথ্য নির্বাচন।

14. এবার শিক্ষকদের তৈরি করা ছক ঘুরে ঘুরে দেখুন তারা যথাযথভাবে কাজটি করতে পেরেছেন কি না। প্রয়োজনে এসময়ে তাদের কোন ফিডব্যাক প্রদান করতে পারেন। এরপর বলুন এভাবেই ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার অগ্রগতি হয়েছে।

কাজ-খ : ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির যোগ্যতা

সময় - ৫৫ মিনিট

6. এই পর্যায়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সবার আগে সহায়ক তথ্য ১.৪.২ নিজে পড়ে নিন।

7. শিক্ষকদের বলুন একটু আগে আমরা যে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে জানলাম, তার আলোকে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে মোট ১০ টি যোগ্যতা নিয়ে কাজ করা হয়েছে। এসময়ে এই যোগ্যতাগুলোর ছকটি শিক্ষকদের পোস্টার পেপারে লিখে অথবা বোর্ডে অথবা মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনে প্রদর্শন করুন। এই যোগ্যতার ছকটি সহায়ক তথ্য ১.৪.২ থেকে শিক্ষকদের প্রিন্টকপি হিসাবে প্রদান করা গেলে উত্তম।

8. ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে যে ১০ টি যোগ্যতা আছে তারই অগ্রগতি হিসাবে প্রতিটি যোগ্যতা ৭ম শ্রেণিতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ একই যোগ্যতার অধীনে ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শ্রেণিতে একজন শিক্ষার্থীর ডিজিটাল স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি পাবে।

9. এবার উপস্থিত শিক্ষকদের মোট ১০ টি দলে ভাগ করে দিন। প্রতিটি দল একটি করে যোগ্যতা নিয়ে কাজ করবে। ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শ্রেণিতে অগ্রসর হবার সময়ে ঐ যোগ্যতার কি কি পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে সেটি তারা একটি পোস্টার পেপারে লিখবেন ও এরপর সকলের সামনে তাদের এই ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করবেন। দলের মধ্যে আলোচনা ও পোস্টার পেপার তৈরির জন্য ২০ মিনিট সময় প্রদান করুন। এরপর প্রতিটি দলকে সামনে ডাকুন ও ২ মিনিট করে তাদের নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে পর্যবেক্ষণ সবার সামনে উপস্থাপন করতে বলুন।

10. এরপর ধন্যবাদ দিয়ে এই অংশের কাজ সমাপ্তি করুন। এর মাধ্যমে প্রথম দিনের মত সেশন শেষ হবে।

সহায়ক তথ্য 1.৪.১ : শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

.....

৬ষ্ঠ শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা - সরল অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমহূ নির্ধারণ করে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারা; ডিজিটাল নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান-প্রদান পর্যবেক্ষণ করতে পারা; উপযুক্ত তথ্য প্রযুক্তি বাছাই করে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে কনটেন্ট তৈরিতে সৃজনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা; প্রাইভেসি, মেধাস্বত্ব এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সৃষ্ট অন্যান্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং বিশ্বের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বরূপ উপলব্ধি করে উপযুক্ত সামাজিক রীতিনীতি মেনে আচরণ করতে পারা।

৭ম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা - বাস্তব সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধানের জন্য ডিজিটাল

সহায়ক তথ্য 1.৪.২ : ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির যোগ্যতা

.....

৬ষ্ঠ শ্রেণি যোগ্যতা	৭ম শ্রেণি যোগ্যতা
কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা।
সরল অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা।	অর্থনৈতিক , সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম ডিজাইন ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারা এবং তা প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারা।
ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়াকর্ গড়ে ওঠে এবং তথ্য আদান প্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	বিভিন্ন ধরনের (তারযুক্ত, ওয়্যারলেস ইত্যাদি) নেটওয়ার্কে তথ্যের আদানপ্রদান ও সম্প্রচার কীভাবে করা হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কীভাবে বজায় রাখা হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা।
নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা।	নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং মাধ্যম বিবেচনায় নিয়ে সৃজনশীল কাজের উন্নয়ন ও উপস্থাপনে ডিজিটাল প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া।
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা।	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারা।
বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারণা অনুধাবন করে তার উপর সত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া।	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এ বিষয়ক নীতি মেনে চলা।
ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা।	তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা ও তার নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণে পারদর্শিতা অর্জন করতে

কর্মদিবস ২

অধিবেশন ২.১: শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখন শেখানো সামগ্রী সময়:

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের শিখনক্রম এর সাথে পরিচিত হওয়া এবং বিভিন্ন শিখন শেখানো সামগ্রী নিয়ে কাজ করতে পারা।

বিষয়বস্তু

কাজ ক : ২য় দিনের শুরুতে রিক্যাপ

কাজ-খ: শিখনক্রম

কাজ-গ : শিখন শেখানো সামগ্রী পরিচিতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পোস্টার, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, নোট বুক, স্টিকি নোট, কলম, পেন্সিল ও পর্যাপ্ত পোস্টার পেপার।

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নোট বুক, স্টিকি নোট, কলম ও পেন্সিল গুছিয়ে নিন। যদি এই সেশন পরিচালনা করার জন্য এই সেশনের কন্টেন্ট

নিয়ে কোন মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন অথবা মূল কন্টেন্ট পোস্টার পেপারে প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটি নিজে তৈরি করে নিবেন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : ২য় দিনের শুরুতে রিক্যাপ

সুপ্রভাত জানিয়ে ২য় দিনের সেশন শুরু করুন।

4. এবার সবাইকে বলুন দাঁড়াতে। সবাই উঠে দাঁড়ানোর পর বলবেন চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে তিনবার শ্বাস ও প্রশ্বাস নিতে। সবার তিনবার নেয়া শেষ হলে বলুন আজ সারাদিন আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তি নিয়ে দারুন কিছু কাজ করতে যাচ্ছি ও কিছু সিমুলেশন ক্লাসের কাজ করতে যাচ্ছি। আমরা কি সবাই প্রস্তুত? সবাইকে বলুন জোরে একসাথে হ্যাঁ বলতে। এভাবে ২-৩ বার একই প্রশ্ন ও উত্তর নিন। এবারে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বসতে বলুন।
5. এবারে সবাইকে জিজ্ঞাসা করুন গতকাল আমরা শেষ সেশনে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির যোগ্যতা নিয়ে কি কি জেনেছি? ১-২ জনকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করুন। তাদের থেকে ১ মিনিট করে এই বিষয়ে শুনুন। তারপর ধন্যবাদ দিয়ে তাদের বসতে বলুন।

কাজ-খ : শিখনক্রম

এবারে আমরা শিখনক্রম নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতে ১০ টি যোগ্যতার ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি হয়েছে। এটাই আমাদের শিখনক্রম। কিন্তু এই সেশনে আমরা ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির প্রতিটি যোগ্যতার শিখনক্রম নিয়ে আলোচনা করব না। সেটি অনেক সময়সাপেক্ষ হবে। তাই সহায়ক তথ্য ২.১.১ এ ৩ টি যোগ্যতার শিখনক্রম ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রদর্শন করা আছে। এটি সম্পর্কে নিজে ভালোভাবে পড়ে নিন।

1. এবারে সবাইকে বলুন ৬ষ্ঠ থেকে ১০ শ্রেণি পর্যন্ত একেকটি যোগ্যতার দুই ধরণের পরিবর্তন হতে পারে-

   ক) যোগ্যতার কাঠিন্য - এক শ্রেণি থেকে পরের শ্রেণি যাবার সময় যোগ্যতায় যদি পরিবর্তন আসে তাহলে সেটি যোগ্যতার কাঠিন্যে পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হবে।

   খ) যোগ্যতার কন্টেন্ট - এক শ্রেণির সাথে পরের শ্রেণির যোগ্যতায় যদি কোন পরিবর্তন না আসে তাহলে নতুন শ্রেনিতে একই যোগ্যতার অধীনে রিসোর্স কন্টেন্টে পরিবর্তন আসবে যেন শিক্ষার্থীরা একই যোগ্যতার অধীনে আরও নতুন কিছু রিসোর্স সম্পর্কে শিখতে পারে।

2. এবারে শিক্ষকদের ২.১.১ এ উল্লেখ করা শিখনক্রম হার্ডকপি প্রদান করুন। বলুন কোন যোগ্যতার কোন শ্রেণিতে যোগ্যতার কাঠিন্যে পরিবর্তন এসেছে ও কোন যোগ্যতার কন্টেন্টে পরিবর্তন এসেছে সেটি চিহ্নিত করতে। এজন্য শিক্ষকদের ১০ মিনিট সময় দিন।

3. এরপর কয়েকজন শিক্ষক ঠিকমত এটি চিহ্নিত করতে পেরেছে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।

4. এরপর ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের এই অংশ শেষ করুন।

কাজ-গ : শিখন শেখানো সামগ্রী পরিচিতি

1. এবারে আলোচনা হবে শিখন শেখানো সামগ্রী নিয়ে।

2. সারাবছর ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে সে সেশনগুলো শিক্ষক নিবেন, প্রতিটি সেশনেই বিভিন্নরকম শিখন শেখানো সামগ্রী প্রয়োজন হবে। যেমন খুব স্বাভাবিকভাবে একটি সেশনে বোর্ড, চক, ডাস্টার, রিসোর্স বই, শিক্ষক সহায়িকা ইত্যাদি প্রয়োজন হতে পারে। আবার এর বাইরেও আরও অনেক কিছু লাগতে পারে। কোন সেশনে হয়ত কাগজ, কাঁচি, আঠা লাগতে পারে। কোন সেশনে আরও ভিন্ন কিছু লাগতে পারে।

3. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি সেশনে কোন কোন শিখন শেখন সামগ্রী প্রয়োজন সেটা উল্লেখ থাকবে।

4. এই পর্যায়ে একটি নমুনা সেশন সহায়ক তথ্য ২.১.২ এ উল্লেখ করা আছে। এই সেশনের নমুনার প্রিন্টকপি শিক্ষকদের দিবেন। তারপর সেশনটি পড়ে সেখান থেকে একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন কোন কোন শিখন শেখানো সামগ্রী এখানে প্রয়োজন। এরজন্য শিক্ষকদের ১৫ মিনিট সময় দিন।

5. ১৫ মিনিট পর ১-২ জন শিক্ষকদে সামনে এসে তার করা তালিকা পড়ে শুনাতে বলুন।

6. এভাবে শিক্ষকেরা শিখন শেখানো সামগ্রী সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবে। এই সেশনটি সমাপ্ত করুন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে।

সহায়ক তথ্য ২.১.১ : শিখনক্রম

.....

৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা।	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে একাধিক উৎসের তথ্যের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত তথ্য বাছাই করতে পারা	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে একাধিক উৎসের তথ্যের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত তথ্য বাছাই করতে পারা
ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এবং তথ্য আদান প্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা	বিভিন্ন ধরনের (তারযুক্ত, ওয়্যারলেস ইত্যাদি) নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার কীভাবে করা হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কীভাবে বজায় রাখা হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা	নেটওয়ার্কের উপাদান এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ কীভাবে এর কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে পারা	নেটওয়ার্কে যুক্ত ডিজিটাল সিস্টেমসমূহে তথ্যের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, এবং তথ্যের সুরক্ষা বজায় রাখতে সিস্টেমের বিভিন্ন অংশের (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়ার উভয়) ভূমিকা ও কাজ পর্যালোচনা করতে পারা	নেটওয়ার্কে যুক্ত ডিজিটাল সিস্টেমসমূহে তথ্যের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, এবং তথ্যের সুরক্ষা বজায় রাখতে সিস্টেমের বিভিন্ন অংশের (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়ার উভয়) ভূমিকা ও কাজ পর্যালোচনা করতে পারা
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারা	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারা	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা গ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা গ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কমিউনিটির সচেতনতা তৈরি করতে পারা

কর্মদিবস-2

অধিবেশন ২.২: অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের নমুনা ক্লাস (প্রশিক্ষক কর্তৃক) সময় :

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখনের ধাপগুলোর সাথে পরিচিত করা।
- অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শেখনের ধাপগুলোর উদ্দেশ্য ও এর কার্যপরিধি বর্ণনা করা
- একটি যোগ্যতার বিদ্যমান যে অভিজ্ঞতা চক্রটি আছে তার বাইরে আরেকটি নতুন চক্রের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখনকে গভীরভাবে বোঝানো।
- শিক্ষক সহায়িকার বিদ্যমান যে চক্রটি আছে তার বাইরেও যে শিক্ষক নিজেস্ব সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে নতুন চক্র অনুসরণ করে কাজ করতে পারেন তা অনুধাবন করানো।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন সম্পর্কে শিক্ষকের পূর্ব জ্ঞান যাচাই

কাজ-খ : চারটি ধাপ বর্ণনা এবং এর কার্যপ্রক্রিয়া

কাজ-গ : দলীয় কাজে শিক্ষকদের দিয়ে একটি সাইকেল তৈরি করা

কাজ-ঘ : নতুন একটি অভিজ্ঞতার চক্র বর্ণনা

কাজ-ঙ : ফিডব্যাক/ফলাবর্তন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

আর্ট পেপার, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, নেম ট্যাগ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশান, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ ও অডিও ভিজ্যুয়াল।
ল্যাপটপ বা মাল্টিমিডিয়া না থাকলে অডিও ভিজুয়ালের চুম্বক অংশ প্রিন্ট করে নেওয়া যেতে পারে।

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

১। ষষ্ঠ শ্রেণীর ৭ম অভিজ্ঞতাটির রিসোর্স বই এবং শিক্ষক সহায়িকা পড়তে হবে।

২। সুপারিশকৃত ভিডিওটি ডাউনলোড করে নিতে হবে।

৩। প্রশিক্ষণ স্থানে কোন মাল্টিমিডিয়া না থাকলে ও ভিডিও থেকে ছবি স্ক্রিনশর্ট নিয়ে নিয়ে প্রিন্ট করে নিয়ে যেতে হবে।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন সম্পর্কে শিক্ষক গত কয়েকটি অধিবেশনে কি বুঝেছে তা যাচাই (পূর্ব জ্ঞান যাচাই)

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন বলতে তারা কি বুঝেছে। ২ - ৩ টি উত্তর নিন।
- একটি ছোট একক কাজ দিন - 'সাতার কাটতে পারা' যদি একটি দক্ষতা হয় তাহলে এর যোগ্যতা কি হবে? শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলতে দিন। সাঁতার কাটার সাথে **জ্ঞান,** মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে সম্পর্কিত তা জিজ্ঞেস করতে পারেন।

কাজ-খ : চারটি ধাপ বর্ণনা

11. 'শিশুর হাটতে শেখা' এবং 'একটি মিউজিক্যাল ইনশট্রুমেন্ট' বাজাতে শেখা কীভাবে ধাপে ধাপে কাজ করে তা ছবি/অডিও ভিজুয়ালের মাধ্যমে বুঝিয়ে বলা। (নীচে লিংক দেওয়া আছে)
12. ল্যাপটপ বা মাল্টিমিডিয়া না থাকলে অডিও ভিজুয়ালটির স্ক্রিনশট নিয়ে ছবি আকারে প্রিন্ট নিতে হবে।

কাজ-গ : দলীয় কাজে শিক্ষকদের দিয়ে একটি সাইকেল তৈরি করা

6. ‘প্রতিকূল পরিবেশে নিজেস্ব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজেকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে পারা এবং আশেপাশের জীব ও প্রাণিকে রক্ষা করতে পারা’ - এই যোগ্যাতার একটি দক্ষতা যদি সাঁতার কাটা হয় তাহলে ৪ টি ধাপের মাধ্যমে কীভাবে উপরের যোগ্যাতাটি অর্জন করবে তা শিক্ষক ডিজাইন করবে।
7. প্রশিক্ষকদের ৫/৬ জন সদস্য সম্বলিত করে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন।
8. প্রশিক্ষনার্থী দলীয় কাজ করতে করতে আপনি দলে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখুন। তাদের যথাযথ ফিডব্যাক দিন।
9. যে দলটি তুলনামূলক ঠিক লিখেছে বলে আপনার মনে হয় তাদের উপস্থাপন করতে বলুন, ২ মিনিটের মধ্যে। এটি বলার প্রয়োজন নেই যে তারা ভালো করেছে বলে তাদের উপস্থাপন করতে বলছেন, অন্যথায় অন্যরা নিরুৎসাহিত হবেন।

কাজ-ঘ : নতুন একটি অভিজ্ঞতার চক্র বর্ণনা -

- এখানে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ‘জরুরী সেবা’ বিষয়ক অভিজ্ঞতাটি (৭ম অভিজ্ঞতা) নতুন ভাবে ডিজাইন করে দেওয়া হল যেটি একদিন (১ সেশন + ১ টি শ্রেণির বাইরের কাজ) এর মধ্যে পুর সেশন শেষ করা সম্ভব। আপনি বইয়ের চক্রটি (২.২.১)এবং নতুন চক্রটি (২.২.২) আলাদা আলাদাভাবে বুঝিয়ে বলবেন। নিচে দুইটি চক্র দেওয়া হল।
- এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভুমিকায় কাজ করবে। প্রশিক্ষণ রুমের সকল শিক্ষককে ৪ ট বা ৮ টি ভাগে ভাগ করে দিন। প্রতিটি দলকে চক্রের একটি করে ধাপের কাজ শিক্ষার্থী হেসেবে করতে বলুন। ‘সক্রিয় পরীক্ষন অংশে শিক্ষকরা শুধু পরিকল্পনা করবে’

কাজ-ঙ : ফিডব্যাক/ফলাবর্তন -

- শিক্ষক/ প্রশিক্ষণার্থী চক্রটি সঠিক বুঝতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করে সে অনুযায়ী ফিডব্যাক দিন।
- কোন ধাপ বুঝতে শিক্ষকের কঠিন বা জটিল মনে হচ্ছে বলে আপনার মনে হলে, সে ধাপটি আবার সহজভাবে বুঝিয়ে দিন।
- এটি বলে শেষ করুন, এই অভিজ্ঞতাটি বই এ ৮ টি সেশনে ভাগ করা আছে, কিন্তু এখানে অল্প সময়ে বর্ণনা করা আছে। বইয়ের অংশের সাথে বেশ কিছু কনটেন্ট রয়েছে বলে একটু লম্বা সময় ধরে শিক্ষার্থীদের এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, অভিজ্ঞতার সাথে সাথে তারা কিছু কনটেন্টও জানবে।

সহায়ক তথ্য ২.২.১ :

যোগ্যতাঃ - ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরী সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা।

বর্তমান সহায়ক বই তে যে চক্রটি দেওয়া আছে -

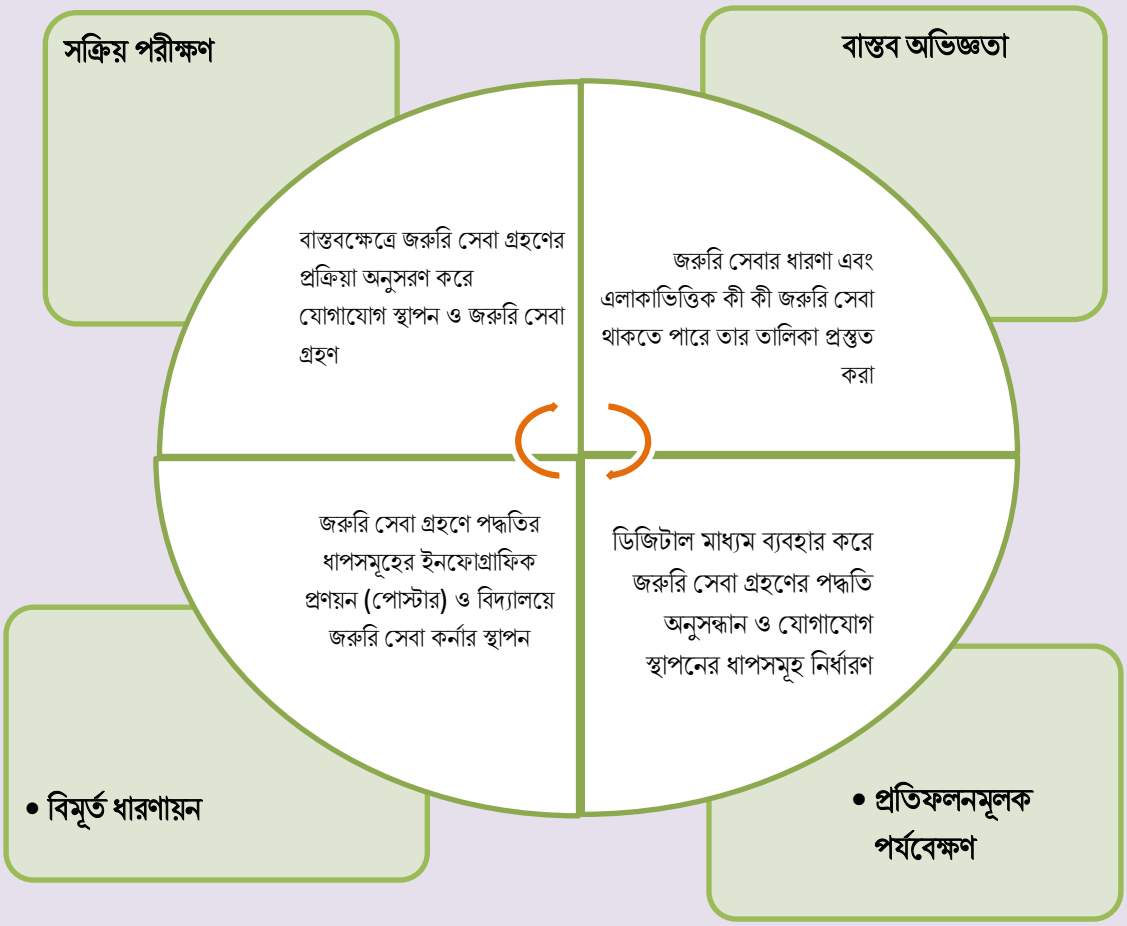

সহায়ক তথ্য ২.২.২ :

যোগ্যতাঃ - ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরী সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা।

.....

নতুন যে অভিজ্ঞতাটি সাজানো হয়েছে -

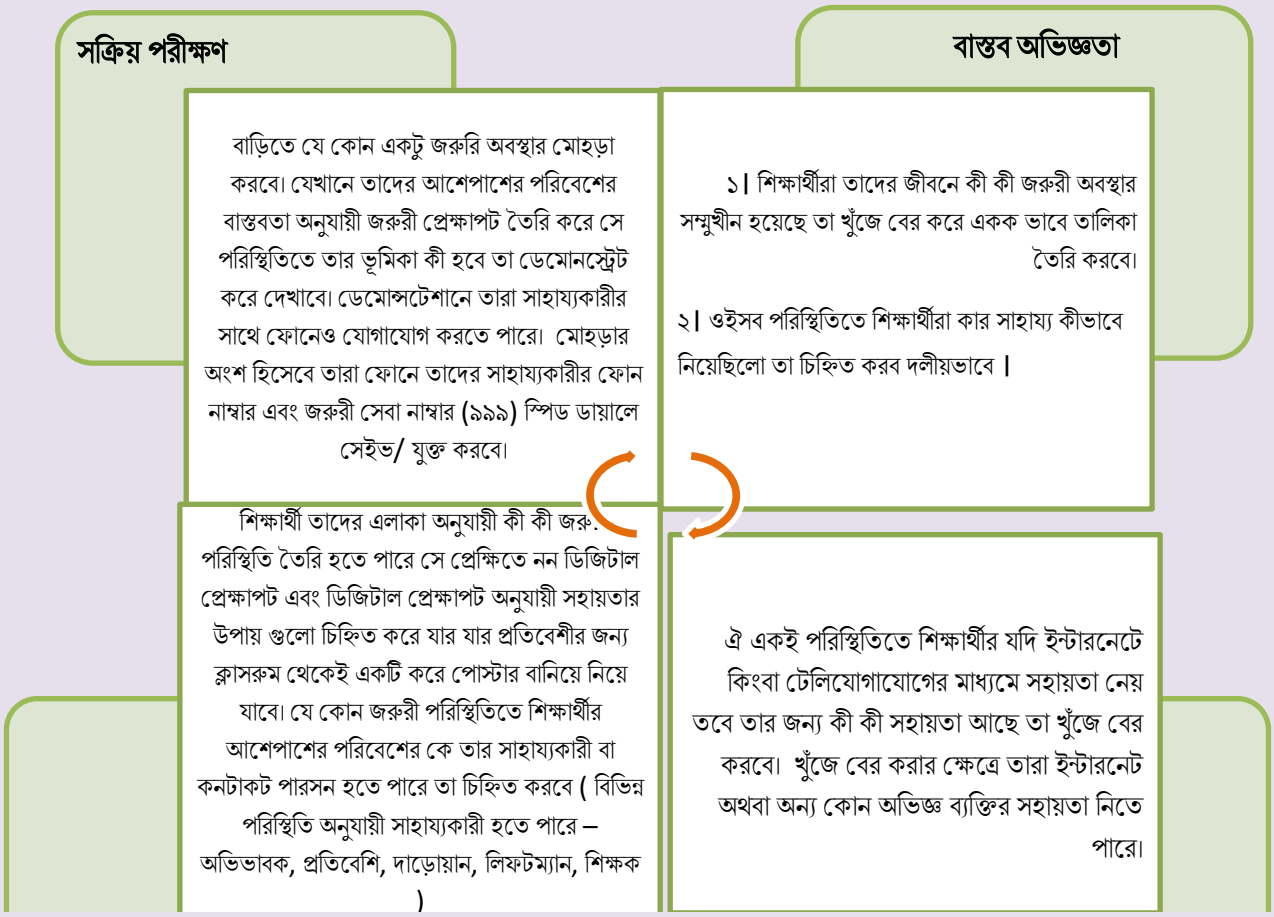

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শিক্ষকের ভূমিকাকেও স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক, একীভূত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের শিখন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজেই নিতে পারবে। শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখনকার্যক্রম আবর্তিত হবে। শিক্ষার্থীরা বাস্তব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে ভাসা ভাসা ধারণা (Surface learning) থেকে গভীর শিখনের (Deep learning) দিকে ধাবিত হবে যা তাদের শিখনকে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের বাইরেও সাধারণীকরণ করতে সাহায্য করবে। শিখনের এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনমূলক শিখনে (Reflective learning) আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষক সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবেন। প্রচলিত ভূমিকার উর্ধ্বে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক হয়ে উঠবেন সহ-শিক্ষার্থী। প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিফলনমূলক শিখনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেও ঋদ্ধ হবেন।

অভিজ্ঞতামুলক শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষক একজন সহায়তাকারী এবং শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সবলতা বিবেচনা করে বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে অভিজ্ঞতামুলক শিখনে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী যেমন একা শিখতে পারে, তেমনি জোড়ায় ও দলীয়ভাবেও শিখতে পারে। শ্রেণিকাজে শিক্ষক ইচ্ছে করলে যেকোন একটি বা একাধিক কৌশলের সংমিশ্রণ করতে পারেন। এই শিখন প্রক্রিয়ায় বিষয়সংশ্লিষ্ট কোন বাস্তব জীবনধর্মী সমস্যা নির্ধারণ করে তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা যায়। এছাড়া শিক্ষক প্রয়োজনে ডিজিটাল টেকনোলজির প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে বাক্তিনির্ভর স্বাধীনতা (শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও প্রেষণা অনুযায়ী শিখনের সময়, বিষয়বস্তু, শিখনের স্থান, উদ্দেশ্য, ও শিখনের প্রক্রিয়াতে বহুমাত্রিক নমনীয়তা নিশ্চিত করা) এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন (ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, শিখন প্লাটফর্ম) করার ভিত্তিতেও শিখন সম্পন্ন করতে পারেন। শিক্ষক প্রয়োজনে বিষয়সংশ্লিষ্ট কোন ইস্যু নির্ধারণ করে তা নির্দিষ্ট শর্ত ও সময়সীমা উল্লেখ করে সমাধানের

চ্যালেঞ্জ দিতে পারেন। শিক্ষার্থী সেই শর্ত বিবেচনায় রেখে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায় নির্ধারণ করে তা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করতে পারে। **উল্লেখ্য যে, অভিজ্ঞতামুলক শিখনের প্রতিটি ধাপেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ চর্চা করা হয়। প্রয়োজন, প্রেক্ষাপট এবং বিষয় অনুযায়ী প্রচলিত এক বা একাধিক শিখন কৌশল সমন্বিতভাবে অনুসরণ করেও বিষয়ভিত্তিক এবং আন্তবিষয়ক যোগ্যতাসমূহ অর্জন করা যায়।**

শিক্ষা সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর এই শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষকের দায়িত্ব শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে যাতে শিখন অব্যাহত থাকে সেজন্য তার পরিবার, এমনকি সমাজকেও শিখন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই শিক্ষাক্রমে শিখন সময় নির্ধারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের শিখন সময়কেও হিসেব করা হয়েছে। সে কারণে শিখন অভিজ্ঞতা পরিকল্পনায় শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরেই নয়, বরং শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরের সংশ্লিষ্টতাও বিবেচনা করা হয়েছে।

এই শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের শিখন শেখানো কৌশল নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা, বিকাশের পর্যায় ও আগ্রহের ওপর। প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শিখন শেখানো কৌশল প্রধানত হবে খেলা ও কাজভিত্তিক (play and activity based) এবং অনুসন্ধানমূলক। দলীয় শিক্ষণ এবং সময়াবদ্ধ শিক্ষণকে উৎসাহিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে শিখনে অংশগ্রহণ করবে এবং আনন্দের সঙ্গে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার উন্নয়ন ঘটাবে। শিখন শেখানো পদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রধানত শিখনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করা হবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিখন-শেখানো কৌশলের পরিসর হবে আর একটু বৃহত্তর ও সমন্বিত। শিক্ষার্থীদের শিখনে খেলা ও হাতে-কলমে কাজের পাশাপাশি অনুসন্ধানমূলক শিখন ও সমস্যা সমাধানমূলক শিখনকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিখন-শেখানো কৌশল হবে আরো সংগঠিত। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের শিখন পরিচালিত হবে। সকল শ্রেণিতে বিভিন্ন শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগের পাশাপাশি সুসংগঠিত অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উঁচু স্তরের চিন্তন দক্ষতা অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিখন-শেখানো কৌশল বাস্তবায়নে প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকবে। শিখন-শেখানো কৌশল হবে বিশেষত অভিজ্ঞতাভিত্তিক। শিখন-শেখানো কৌশল বিষয়বস্তুনির্ভর না হয়ে হবে প্রক্রিয়ানির্ভর। শিখন-শেখানো কৌশলে প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী হাতে কলমে শিখন, প্রজেক্ট এবং সমস্যাভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হবে, পাশাপাশি অনলাইন শিখনের ব্যবহারও উৎসাহিত করা হবে।

কর্মদিবস 2

অধিবেশন ২.3: সিমুলেশন

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

ষষ্ঠা এবং সপ্তম শ্রেণির ক্লাসের প্রস্তুতি হিসেবে সিমুলেসন সেসন পরিকল্পনা করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভাগ করে দেয়া

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : সিমুলেসন ক্লাসের সাধারন ধারনা

কাজ-খ : সিমুলেসন ক্লাসের বিষয়বস্তু বিভাজন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

আর্ট পেপার, সাদা চিরকুট কাগজ, লটারী বক্স(২ টি), মার্কার পেন/চক, বোর্ড, নেম ট্যাগ, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল এবং প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক নির্ধারিত যেকোন শিক্ষা উপকরন।

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই বিষয় ভিত্তিক লটারির জন্য সাদা কাগজ কেটে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী বিষয় গুলো লিখে লটারি বক্স এ রাখুন। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে

নিন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রস্তুত করে ভালোভাবে বুঝে নিন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পোস্টার পেপারে মাল্টিমিডিয়া প্রেসেন্টসন এর ব্যাবস্থা রাখুন। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নোট বুক, কলম, পেন্সিল এর ব্যবস্থা রাখুন

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : সিমুলেসন ক্লাসের সাধারন ধারনা

১। সিমুলেসন হচ্ছে একটি ক্লাসের অনুরুপ যেখানে সকল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক একজন শিক্ষার্থী হিসেবে রোল প্লে করবেন এবং সহায়তাকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন । এ সময় মনে রাখতে হবে যেন সকল ধর্ম বর্ণ, লিঙ্গ বৈচিত্র শ্রেণী কক্ষের মাঝে প্রতিফলিত হয়। কোন কোন প্রশিক্ষনার্থী শিক্ষক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর ভুমিকা পালন করবেন।

২। সেশন গুলো বাস্তব ক্লাসের অনুরুপ হবে এবং সময় ও বাস্তব ক্লাসের অনুরুপ থাকবে।

৩। যেই প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক যেই বিষয়টি পাবেন সেটিকে সেই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শ্রেণী কক্ষে প্রতিফলন করবেন ।

৪। সেশনটির আগের এবং পরের শিখন অভিজ্ঞতা গুলো ভালোভাবে পড়ে নিন যেন পূর্ণ শিখন চক্রটি আপনি বুঝতে পারেন।

৫। যেই শিক্ষা উপকরন প্রয়োজন সেই শিক্ষা উপকরন সহায়তাকারী শিক্ষক সংগ্রহ করবেন।

৬। সিমুলেসন ক্লাসে কখনোই নিজের সেশন নিয়ে চিন্তা বা পরিকল্পনা করবেন না। পুরোপুরি একজন শিক্ষার্থী হিসেবে রোল প্লে করবেন।

কাজ-খ : সিমুলেসন ক্লাসের বিষয়বস্তু বিভাজনঃ

১। ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণির সকল সেশন গুলো একটি করে চিরকুট এ লিখবেন। মনে রাখবেন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এর সংখ্যা অনুযায়ী চিরকুট হবে তবে সেই চিরকুট গুলোর মধ্যে নিচের সেশন গুলো অবশ্যই রাখবেন।

ছক-১ ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

শিখন অভিজ্ঞতা	সেসন নাম্বার
‘আমাদের বিদ্যালয় পত্রিকা’	১,২,৩,৪,৫
“সমস্যা দেখে না পাই ভয় সবাই মিলে করি জয়’	৫
‘তথ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় মানববন্ধন’	৭
শিখনের জন্য নেটওয়ার্ক’	৫
‘চল বানাই উপহার’	৫

ছক-২ সপ্তম শ্রেনীর জন্য

শিখন অভিজ্ঞতা	সেসন নাম্বার
‘তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি’	১
‘আঞ্চলিক বৈচিত্রপত্র’	২
‘আমি যদি হই রোবট’	৬
‘যোগাযোগেও আছে নিয়ম’	৩
‘সাইবারে গোয়েন্দাগিরি’	৫

২। প্রত্যেক শিক্ষক একটি করে চিরকুট উঠাবেন এবং সেই অনুযায়ী সেসন এর জন্য প্রস্তুতি নিবেন।

৩। প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ৩০ মিনিট করে সময় পাবেন যেখানে পাঠ্যপুস্তক থেকে লটারিতে প্রাপ্ত সেশনটি ভাল করে পড়বেন এবং পরিকল্পনা গ্রহন করবেন।

৪। তাদেরকে জানাবেন- যে কাউকে সেশন উপস্থাপন করার জন্য ডাকা হতে পারে যেন সবাই প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন।

৫। উপরে ছকে উল্লেখিত সেসন অনুযায়ী ডাকবেন (ষষ্ঠ শ্রেণী ছক-১ সপ্তম শ্রেণী ছক-২) । প্রথমে বাস্তব অভিজ্ঞতা তার পর প্রতিফলন মূলক পর্যবেক্ষণ, বিমূর্ত ধারনায়ন এবং তারপর সক্রিয় পরীক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক কে ডাকবেন।

সিমুলেশন প্রস্তুতি – 'সমস্যা দেখে না পাই ভয় সবাই মিলে করি জয়' সেশন – ১ম,২য়,৩য়,৪থ,৫ম সেশন

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণার্থীর (শিক্ষক) ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর ৩য় অভিজ্ঞতাটির প্রস্তুতি নিতে পারা

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : প্রশিক্ষক কর্তৃক অভিজ্ঞতাটির সারসংক্ষেপ বর্ণনা

কাজ-খ : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পোস্টার পেপার (হলুদ রঙের), মার্কার পেন/চক, বোর্ড, কর্মপত্র

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

- রিসোর্স বই এবং শিক্ষক সহায়িকা থেকে ৩য় শিখন অভিজ্ঞতাটি যথাযথভাবে পড়ে নিন।
- রিসোর্স বই ও শিক্ষক সহায়িকা থেকে বর্ণিত সহায়ক তথ্যের সফট কপি/ প্রিন্ট কপি সাথে রাখুন।

- এখানে আপনিই পাওয়ার পয়েন্ট বা পোস্টার উপস্থাপন ছাড়া আর অন্য কী উপায়ে উপস্থাপন করা যায় তা পূর্ব পরিকল্পনা করে রাখবেন। শিক্ষকের সিমুলেশানের আগে যেন তাকে আপনার সৃজনশীল পরিকল্পনাগুলো দিয়ে দিতে পারেন।
- শিক্ষকের কাছ থেকে সম্ভাব্য কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তা ভেবে রাখুন এবং উত্তরগুলো মনে মনে তৈরি করে রাখুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক: প্রশিক্ষক কর্তৃক অভিজ্ঞতাটির সারসংক্ষেপ বর্ণনা

সময়: ২০ মি.

- আমাদের বিদ্যালয় পত্রিকা অভিজ্ঞতাটির মাধ্যমে মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ কেন রক্ষা করা জরুরী এই বিষয়ে একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন শিক্ষকের দিকে ছুড়ে দিন। ৩/৪ টি উত্তর নিন।
- ১ম থেকে ৫ম সেসনে কী কী কনটেন্ট ছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। যেমন - কপিরাইট, পেটেন্ট, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, স্বত্বাধিকারী ইত্যাদি।
- ১ম থেকে ৫ম সেশনে শিক্ষার্থী কি কাজ করেছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। যেমন । দল গঠন, প্রতিবেদন তৈরি, বাজার বাজার খেলা, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ নিয়ে অনুশীলন, গুপ্তধনের খোঁজে খেলা, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের প্রতিফলন লেখা, সত্বাধিকারীর ধরণের পাশে ক্ষতির ধরণ, বিদ্যালয় পত্রিকা তৈরি ইত্যাদি।
- এসময় শিক্ষক কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেবারও চেষ্টা করবেন।

কাজ-খ : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

সময়: ২৫ মি.

- এই সময় শিক্ষকরা নির্দিষ্ঠ অভিজ্ঞতাটি কীভাবে সিমুলেশান করবে তা পরিকল্পনা করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।
- তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা জোগাড় করতে বা বিকল্প উপকরণ খুঁজতে সহায়তা করুন।
- এই সেশনের শেষের দিকে আপনি লটারিতে এই সেশন যে যে শিক্ষক পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে এই ৫ টি সেশন নেবার জন্য ৫ জন শিক্ষককে নির্বাচন করবেন।
- ১ম থেকে ৪র্থ সেশন প্রতিটি সংক্ষেপে সিমুলেশনের জন্য ৩০ মিনিট করে সময় পাবেন শিক্ষক, সেই সময়ের মধ্যে তাদের সিমুলেশন করার পরিকল্পনা তৈরি করতে বলবেন।
- ৫ম সেশনটি অতি সংক্ষেপে শুধুমাত্র পোস্টার তৈরির বিষয়ে আলোচনা করার কথা বলতে হবে। এই সেশন যিনি সিমুলেশন করবেন তাকে ১০ মিনিটে সিমুলেশন করার পরিকল্পনা তৈরি করতে বলবেন।
- ২য় দিনের ৫ম অধিবেশনের সহায়ক তথ্যগুলো থেকে সিমুলেশন করার জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স বইয়ের তথ্য ও শিক্ষক সহায়িকার তথ্য পাওয়া যাবে।

কর্মদিবস-2

অধিবেশন ৫: সিমুলেশন - **'আমাদের বিদ্যালয় পত্রিকা সেশন - ১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ, ৫ম সেশন**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণার্থীর (শিক্ষক) ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর ৩য় শিখন অভিজ্ঞতাটির ১ম ধাপ (বাস্তব অভিজ্ঞতা), ২য় ধাপ (প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ), ৩য় ধাপ (বিমূর্ত ধারণায়ন), ৪র্থ ধাপ (সক্রিয় পরীক্ষণ) অর্থাৎ পুরো অভিজ্ঞতা চক্র শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী বুঝতে পারা।
- প্রশিক্ষণার্থী সাহায্যকারীর সহায়ক নির্দেশনা আনুযায়ী সফলভাবে পাঁচটি সেশন সিমুলেশন করতে পারা।
- প্রশিক্ষণার্থীর সিমুলেশন শেষে সহায়তাকারী কাজ থেকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক পাওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিক্ষক সিমুলেশন ১ম সেশন

কাজ-খ : শিক্ষক সিমুলেশন ২য় সেশন

কাজ-গ : শিক্ষক সিমুলেশন ৩য় সেশন

কাজ-ঘ : শিক্ষক সিমুলেশন ৪র্থ সেশন

কাজ-ঙ : শিক্ষক সিমুলেশন ৫ম সেশন

কাজ-চ : ফিডব্যাক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পোস্টার পেপার (হলুদ রঙের), মার্কার পেন/চক, বোর্ড, কর্মপত্র

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

- রিসোর্স বই এবং শিক্ষক সহায়িকা থেকে 3য় শিখন অভিজ্ঞতাটি যথাযথভাবে পড়ে নিন।
- রিসোর্স বই ও শিক্ষক সহায়িকা থেকে বর্ণিত সহায়ক তথ্যের সফট কপি/ প্রিন্ট কপি সাথে রাখুন।
- এই সেশনে অভিজ্ঞতা চক্রের সবগুলো ধাপ এখানে আপনিই পাওয়ার পয়েন্ট বা পোস্টার উপস্থাপন ছাড়া আর অন্য কী উপায়ে উপস্থাপন করা যায় তা পূর্ব পরিকল্পনা করে রাখবেন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক: শিক্ষক সিমুলেশান ১ম সেশন **সময়: ৩০ মি.**

- নির্বাচিত শিক্ষককে ১ম সেশন সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-খ: শিক্ষক সিমুলেশান ২য় সেশন **সময়: ৩০ মি.**

- নির্বাচিত শিক্ষককে ২য় সেশন সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-গ: শিক্ষক সিমুলেশান ৩য় সেশন **সময়: ৩০ মি.**

- নির্বাচিত শিক্ষককে ৩য় সেশন সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-ঘ: শিক্ষক সিমুলেশান ৪র্থ সেশন **সময়: ৩০ মি.**

- নির্বাচিত শিক্ষককে ৪র্থ সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-ঙ: শিক্ষক সিমুলেশান ৫ম সেশন **সময়: ১০ মি.**

- নির্বাচিত শিক্ষককে ৫ম সেশন সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-চ: ফিডব্যাক **সময়: ২০ মি.**

- শুরুতে সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে।
- প্রথমে সবল দিক মাঝখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ শেষে পরামর্শ এবং টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়।
- এ ধরণের ফিডব্যাকে প্রথমে প্রশংসা মাঝখানে গঠনমূলক সমালোচনা/আলোচনা শেষে আবার প্রশংসা আকারে করতে হয়। স্যান্ডউইচ এর তিন পার্টের সাথে তুলনা করে এই ফিডব্যাককে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক' বলে।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করতে হবে। এ জন্য পূর্বেই প্রত্যেক পাঠের জন্য ২/৩ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করে রাখতে হবে।
- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে যাতে পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারী নিজেই তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে সক্ষম হয়।
- সার্বিক নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না। আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশকৃত বিষয়গুলো ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।

কর্মদিবস ৩

অধিবেশন ৩.১: সিমুলেশন

‘সমস্যা দেখে না পাই ভয় সবাই মিলে করি জয়’ (1ম অভিজ্ঞতা, ৫ম সেশন)

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণার্থীর (শিক্ষক) ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর ১ম অভিজ্ঞতাটির ২য় ধাপ (প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ) শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী বুঝতে পারা।
- প্রশিক্ষণার্থী সাহায্যকারীর সহায়ক নির্দেশনা আনুযায়ী সফলভাবে একটি সেশন সিমুলেশন করতে পারা।
- প্রশিক্ষণার্থীর সিমুলেশন শেষে সহায়তাকারী কাজ থেকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক পাওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : রিক্যাপ

কাজ-খ : প্রশিক্ষক কর্তৃক অভিজ্ঞতাটির সারসংক্ষেপ বর্ণনা

কাজ-গ : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

কাজ-ঘ : শিক্ষক সিমুলেশান

কাজ -ঙ : ফিডব্যাক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পোস্টার পেপার (হলুদ রঙের), মার্কার পেন/চক, বোর্ড, কর্মপত্র

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

- রিসোর্স বই এবং শিক্ষক সহায়িকা থেকে প্রথম শিখন অভিজ্ঞতাটি যথাযথভাবে পড়ে নিন।
- রিসোর্স বই ও শিক্ষক সহায়িকা থেকে বর্ণিত সহায়ক তথ্যের সফট কপি/ প্রিন্ট কপি সাথে রাখুন।

- পঞ্চম সেসনের মূল কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা। এখানে আপনিই পাওয়ার পয়েন্ট বা পোস্টার উপস্থাপন ছাড়া আর অন্য কী উপায়ে উপস্থাপন করা যায় তা পূর্ব পরিকল্পনা করে রাখবেন। শিক্ষকের সিমুলেশানের আগে যেন তাকে আপনার সৃজনশীল পরিকল্পনাগুলো দিয়ে দিতে পারেন।
- এই সেসনে সতীর্থ মূল্যায়ন রয়েছে। শিক্ষক সহায়িকার প্রদত্ত সতীর্থ মূল্যায়ন ছকটি দেখে নিন, যেন শিক্ষকের যে কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি যথাযথ ভাবে দিতে পারেন। (সহায়ক তথ্য ৩.১.২)
- শিক্ষকের কাছ থেকে সম্ভাব্য কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তা ভেবে রাখুন এবং উত্তরগুলো মনে মনে তৈরি করে রাখুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক: রিক্যাপ

- শিক্ষক কে গতকালের সেসন গুলো থেকে কী কী কি-ওয়ার্ড মনে আছে তা লিখতে বলুন
- কয়েকটি কি - ওয়ার্ড বলতে কী বোঝায় তা কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

সিমুলেশন:

কাজ-খ : প্রশিক্ষক কর্তৃক অভিজ্ঞতাটির সারসংক্ষেপ বর্ণনা

- 'আমাদের জীবনে তথ্য কেন প্রয়োজন' বা 'আমাদের নিয়মিতভাবে তথ্য পাওয়ার সুযোগ না থাকলে কী অসুবিধা হত' এই ধরণের একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন শিক্ষকের দিকে ছুড়ে দিন। ৩/৪ টি উত্তর নিন।
- বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য কেন প্রয়োজন বা তথ্যের গুরুত্ব দুই - তিন লাইনে বর্ণনা করুন।

- ১ম থেকে ৪র্থ সেসনে কী কী কনটেন্ট ছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। যেমন - তথ্য, তথ্যের উৎস, তথ্য যাচাই এর নিয়ম।
- ১ম থেকে ৪র্থ সেশনে শিক্ষার্থী কি কাজ করেছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। যেমন । দল গঠন, সমস্যা চিহ্নিত, চিহ্নিত সমস্যা সয়ামধানে তথ্য অনুসন্ধান, ভুল তথ্য ছেঁকে ফেলা এবং সে তথ্যগুলোর সমন্বয়ে উপস্থাপনের প্রস্তুতি নেওয়া।
- ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম সেশনে কি হবে সেটিও সংক্ষেপে বলতে পারেন। যেমন সমস্যার সমাধানটি প্রচারের জন্য একটিই সচেতনাতামূলক কনটেন্ট তৈরি করবে।

কাজ-গ : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

- এই সময় শিক্ষকরা নির্দিষ্ঠ অভিজ্ঞতাটি কীভাবে সিমুলেশান করবে তা পরিকল্পনা করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।
- তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা জোগাড় করতে বা বিকল্প উপকরণ খুঁজতে সহায়তা করুন।
- এই সেশনের শেষের দিকে আপনি লটারিতে এই সেশন যে যে শিক্ষক পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে একজনেকে নির্বাচন করে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

কাজ-ঘ : শিক্ষক সিমুলেশান

- নির্বাচিত শিক্ষককে সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আম্নত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-ঙ: ফিডব্যাক

- শুরুতে সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে।
- প্রথমে সবল দিক মাঝখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ শেষে পরামর্শ এবং টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়।
- এ ধরণের ফিডব্যাকে প্রথমে প্রশংসা মাঝখানে গঠনমূলক সমালোচনা/আলোচনা শেষে আবার প্রশংসা আকারে করতে হয়। স্যান্ডউইচ এর তিন পার্টের সাথে তুলনা করে এই ফিডব্যাককে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক' বলে।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করতে হবে। এ জন্য পূর্বেই প্রত্যেক পাঠের জন্য ২/৩ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করে রাখতে হবে।
- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে যাতে পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারী নিজেই তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে সক্ষম হয়।
- সার্বিক নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না। আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশকৃত বিষয়গুলো ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।

কর্মদিবস ৩

অধিবেশন ৩.২: সিমুলেশন

'তথ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় মানববন্ধন' সেশন-৭

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণার্থীর (শিক্ষক) ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর ৪র্থ অভিজ্ঞতাটির ৩য় ধাপ (বিমূর্ত ধারণায়ন) শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী বুঝতে পারা;
- প্রশিক্ষণার্থী সাহায্যকারীর সহায়ক নির্দেশনা আনুযায়ী সফলভাবে একটি সেশন সিমুলেশন করতে পারা;

- প্রশিক্ষণার্থীর সিমুলেশন শেষে সহায়তাকারী কাজ থেকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক পাওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : প্রশিক্ষক কর্তৃক অভিজ্ঞতাটির সারসংক্ষেপ বর্ণনা

কাজ-খ : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

কাজ-গ : শিক্ষক কর্তৃক সিমুলেশন (অভিজ্ঞতা-৪ সেশন-৭)

কাজ -ঘ : ফিডব্যাক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পোস্টার পেপার, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মাসকিন টাপ/গাম/বোর্ড পিন

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

- রিসোর্স বই এবং শিক্ষক সহায়িকা থেকে চতুর্থ শিখন অভিজ্ঞতাটি যথাযথভাবে পড়ে নিন।
- রিসোর্স বই ও শিক্ষক সহায়িকা থেকে বর্ণিত সহায়ক তথ্যের সফট কপি/ প্রিন্ট কপি সাথে রাখুন।
- ৭ম সেশনের মূল কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের দ্বারা তথ্য আদান প্রদানে ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা। আপনি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য আদান প্রদানে কী কী ঝুঁকি রয়েছে তা ভেবে আসুন। যেন প্রযোজ্য সময়ে আপনি শিক্ষককে যথাযথ সহায়তা করতে পারেন।
- আলোচ্য সেশনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কিছু অংশ উল্লেখ রয়েছে, এই অংশটুকু এবং সম্ভব হলে এই আইনটি আরেকটু বিস্তারিত আগে থেকে জেনে আসবেন। (সহায়ক তথ্য ৩.২.২ দ্রষ্টব্য)
- শিক্ষকের কাছ থেকে সম্ভাব্য কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তা ভেবে রাখুন এবং উত্তরগুলো মনে মনে তৈরি করে রাখুন।

প্রক্রিয়া

সিমুলেশন

কাজ-ক : প্রশিক্ষক কর্তৃক অভিজ্ঞতাটির সারসংক্ষেপ বর্ণনা

- 'আমাদের তথ্য বিনিময় এর সময় কী কী তথ্য ঝুকিপূর্ণ হতে পারে?' বা 'সেগুলোর কোনগুলো ডিজিটাল আর কোনগুলো ডিজিটাল নয়' এই ধরণের একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীদের দিকে ছুড়ে দিন। বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং করে লিখুন;
- ব্যক্তিগত তথ্য কী এবং তা গোপনীয় রাখা কেন জরুরি তা বর্ণনা করুন।
- ১ম থেকে ৮ম সেশন পর্যন্ত কী কী কনটেন্ট রয়েছে উল্লেখ করুন।
- ১ম থেকে ৮ম সেশনে শিক্ষার্থী কি কাজ করেছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। যেমন তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম চিহ্নিত, ব্যক্তিগত তথ্যের তালিকা, জরিপ পরিচালনা, জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ, বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ঝুঁকি চিহ্নিত, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং প্ল্যাকার্ড তৈরি ও পরিদর্শন।

কাজ-খ : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

- এই সময় শিক্ষকরা নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাটি কীভাবে সিমুলেশান করবে তা পরিকল্পনা করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।
- তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা জোগাড় করতে বা বিকল্প উপকরণ খুঁজতে সহায়তা করুন।
- এই সেশনের শেষের দিকে আপনি লটারিতে এই সেশন যে যে শিক্ষক পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে দুইজনেকে নির্বাচন করবেন।

কাজ-গ : শিক্ষক কর্তৃক সিমুলেশন (অভিজ্ঞতা-৪ সেশন-৭)

- নির্বাচিত শিক্ষককে ৪র্থ অভিজ্ঞতা ৭ম সেশনের সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-ঘ: সিমুলেশন ফিডব্যাক

- শুরুতে সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে।

- প্রথমে সবল দিক মাঝখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ শেষে পরামর্শ এবং টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়।
- এ ধরণের ফিডব্যাকে প্রথমে প্রশংসা মাঝখানে গঠনমূলক সমালোচনা/আলোচনা শেষে আবার প্রশংসা আকারে করতে হয়য়। স্যান্ডউইচ এর তিন পার্টের সাথে তুলনা করে এই ফিডব্যাককে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক' বলে।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করতে হবে। এ জন্য পূর্বেই প্রত্যেক পাঠের জন্য ২/৩ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করে রাখতে হবে।
- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে যাতে পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারী নিজেই তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে সক্ষম হয়।
- সার্বিক নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না। আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশকৃত বিষয়গুলো ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।

কর্মদিবস ৩

অধিবেশন ৩.৩: সিমুলেশন

সিমুলেশন- শিখনের জন্য নেটওয়ার্ক (অভিজ্ঞতা ৬ সেশন -৫)

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

সিমুলেশন এর মাধ্যমে শিক্ষক শিখন ফল- শিখনের জন্য নেটওয়ার্ক এর সেশন ৫ প্রস্তুত করবেন যেখানে সক্রিয় পরীক্ষণ ধাপটি সিমুলেটেড হবে।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

কাজ খঃ শিক্ষক কর্তৃক সিমুলেশন (অভিজ্ঞতা-৬ সেশন-৫)

কাজ গঃ ফিডব্যাক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী বইয়ে প্রদত্ত খেলার উপকরণ,

সহায়তাকারীর প্রস্তুতিঃ

সাধারণ শ্রেণী কক্ষের সেশন নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করবে।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা। **১৫ মিনিট**

১। এই সময় শিক্ষকরা নির্দিষ্ঠ অভিজ্ঞতাটি কীভাবে সিমুলেশান করবে তা পরিকল্পনা করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।

২। তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা জোগাড় করতে বা বিকল্প উপকরণ খুঁজতে সহায়তা করুন।

৩। এই সেশনের শেষের দিকে আপনি লটারিতে এই সেশন যে যে শিক্ষক পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে একজনেকে নির্বাচন করবেন

কাজ-খ : শিক্ষক কর্তৃক সিমুলেশন (অভিজ্ঞতা-৬ সেশন-৫)

১। শিক্ষার্থীদের নিয়ে নন- ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বানান ।

২। খুশি আপার জায়গায় আপনি ডিজিটাল প্রযুক্তির শিক্ষক হিসেবে থাকবেন।

৩। বিদ্যালয়ের এমন একজনকে ঠিক করতে হবে জিনি করিম কাকার রোল টি প্লে করতে পারেন।

৪। শিক্ষার্থীরা তাদের আশেপাশে কিছু স্থান নির্ধারণ করবে যেগুলো শিক্ষার্থীদের বাসা থেকেও কাছে এবং বিদ্যালয় থেকেও কাছে হবে। এই জায়গাগুলো হাব হিসেবে কাজ করবে।

৫। এবারে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে নন- ডিজিটাল নেটওয়ার্কটি বানাতে পারেন।

৬। খুশি আপার জায়গায় আপনি ডিজিটাল প্রযুক্তির শিক্ষক হিসেবে থাকবেন।

৭। বিদ্যালয়ের এমন একজনকে ঠিক করতে হবে জিনি করিম কাকার রোল টি প্লে করতে পারে।

৮। শিক্ষার্থীরা তাদের আশেপাশে কিছু স্থান নির্ধারণ করবে যেগুলো শিক্ষার্থীদের বাসা থেকেও কাছে এবং বিদ্যালয় থেকেও কাছে হবে। এই জায়গাগুলো হাব হিসেবে কাজ করবে।

৯। এবারে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে নন- ডিজিটাল নেটওয়ার্কটি বানাতে পারেন।

১০। শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে তাদের অভিভাবকদের নম্বর এবং/অথবা ওয়াটস অ্যাপ নম্বর সংগ্রহ করুন।

১১। নিজের মোবাইলে সব নম্বর সেভ (সংরক্ষণ) করুন।

১২। সেসকল মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নাই সেসকল নম্বর এসএমএস গ্রুপ খুলে সেভ করুন।

১৩। যেসকল নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ এ আছে সেসকল নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে সেভ করুন।

কাজ-গ: ফিডব্যাক

সময়: ১৫ মি.

- শুরুতে সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে।
- প্রথমে সবল দিক মাঝখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ শেষে পরামর্শ এবং টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়।
- এ ধরণের ফিডব্যাকে প্রথমে প্রশংসা মাঝখানে গঠনমূলক সমালোচনা/আলোচনা শেষে আবার প্রশংসা আকারে করতে হয়। স্যান্ডউইচ এর তিন পার্টের সাথে তুলনা করে এই ফিডব্যাককে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক' বলে।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করতে হবে। এ জন্য পূর্বেই প্রত্যেক পাঠের জন্য ২/৩ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করে রাখতে হবে।
- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে যাতে পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারী নিজেই তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে সক্ষম হয়।
- সার্বিক নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না। আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশকৃত বিষয়গুলো ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।

কর্মদিবস ৩

অধিবেশন ৩.৪: সিমুলেশন

চল বানাই উপহার (অভিজ্ঞতা-২ সেসন-৫)

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণার্থীর (শিক্ষক) ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর ২য় অভিজ্ঞতাটির ৪র্থ ধাপ (সক্রিয় পরিক্ষণ) শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী বুঝতে পারা;
- প্রশিক্ষণার্থী সাহায্যকারীর সহায়ক নির্দেশনা আনুযায়ী সফলভাবে একটি সেশন সিমুলেশন করতে পারা;
- প্রশিক্ষণার্থীর সিমুলেশন শেষে সহায়তাকারী কাজ থেকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক পাওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

কাজ খঃ শিক্ষক কর্তৃক সিমুলেশন (অভিজ্ঞতা-২ সেশন-৫)

কাজ গঃ ফিডব্যাক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষার্থী বই, কন্টেন্ট ও উপকরণ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন।

সহায়তাকারীর প্রস্তুতিঃ

উপহার বানানো সেশন এর প্রস্তুতি এবং সাধারণ শ্রেণী কক্ষের সেশন নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করবে।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা।

১। এই সময় শিক্ষকরা নির্দিষ্ঠ অভিজ্ঞতাটি কীভাবে সিমুলেশান করবে তা পরিকল্পনা করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।

২। তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা জোগাড় করতে বা বিকল্প উপকরণ খুঁজতে সহায়তা করুন।

৩। এই সেশনের শেষের দিকে আপনি লটারিতে এই সেশন যে যে শিক্ষক পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে একজনেকে নির্বাচন করবেন।

কাজ ঃঃ শিক্ষক কর্তৃক সিমুলেশন (অভিজ্ঞতা-২ সেশন-৫)

১। শিক্ষার্থীরা তাদের উপস্থাপিত কন্টেন্ট ও উপকরণ উপহার বাক্সের জন্য বানাবে। যদি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের কাঙ্ক্ষিত উপকরন বানাবে এবং যদি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা না থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে বিভিন্ন উপকরন দিয়ে উপকরন বানাবে। এই উপহার বাক্স বানাতে আপনি শিক্ষার্থীদেও সহায়তা করবেন।

২। ডিজিটাল প্রযুক্তি দিয়ে উপকরন তৈরির সময় বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপকরণ বানানোর দক্ষতা আপনার থাকতে হবে। তবে ষষ্ঠ শ্রেণিতে খুব বেশি মাত্রায় জটিল প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে উপকরণ না বানানোই ভালো। তবে কোন দলের সদস্যরা যদি জটিল প্রোগামিং এ খুব বেশী পারদর্শী থাকে তাহলে তাদের উৎসাহ নষ্ট করা ঠিক হবে না।

৩। উপহার বাক্স বানানোর সময় আপনি শিক্ষার্থীদেও নীচের নির্দেশনা খুব গুরত্ব সহকাওে খেয়াল করতে বলবেন। নির্দেশনা গুলো হলোঃ

- উপহার যেন হাতের কাছের জিনিস দিয়ে বানানো যায়।
- কোন ধরণের বাড়তি অর্থ যেন উপহার তৈরিতে ব্যবহার না হয়।
- উপহার যেন দেখতে সুন্দর হয়।

- উপহারটি বানাতে বেশী সময় যেন না লাগে।

৪।তৈরিকৃত উপহার বাক্সটির একটি নাম দিবে শিক্ষার্থীরা এবং কি ধরণের কন্টেন্ট ও উপকরণ উপহার বাক্সে দিল তার বিস্তারিত একটি ছকে লিখবে।

কাজ-গ: ফিডব্যাক

- শুরুতে সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে।
- প্রথমে সবল দিক মাঝখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ শেষে পরামর্শ এবং টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়।
- এ ধরণের ফিডব্যাকে প্রথমে প্রশংসা মাঝখানে গঠনমূলক সমালোচনা/আলোচনা শেষে আবার প্রশংসা আকারে করতে হয়। স্যান্ডউইচ এর তিন পার্টের সাথে তুলনা করে এই ফিডব্যাককে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক' বলে।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করতে হবে। এ জন্য পূর্বেই প্রত্যেক পাঠের জন্য ২/৩ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করে রাখতে হবে।
- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে যাতে পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারী নিজেই তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে সক্ষম হয়।
- সার্বিক নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না। আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশকৃত বিষয়গুলো ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।

কর্মদিবস ৪

অধিবেশন ৪.১: সিমুলেশন

'তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি' ১ম সেশন

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণার্থীর (শিক্ষক) 7ম শ্রেণির ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর ৩য় অভিজ্ঞতাটির ১ম ধাপ (বাস্তব অভিজ্ঞতা) শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী বুঝতে পারা;
- প্রশিক্ষণার্থী সাহায্যকারীর সহায়ক নির্দেশনা আনুযায়ী সফলভাবে একটি সেশন সিমুলেশন করতে পারা;
- প্রশিক্ষণার্থীর সিমুলেশন শেষে সহায়তাকারী কাজ থেকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক পাওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : রিক্যাপ

কাজ-খ : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

কাজ-গ : শিক্ষক কর্তৃক সিমুলেশন (অভিজ্ঞতা-৩ সেশন-১)

কাজ -ঘ : ফিডব্যাক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পোস্টার পেপার , মার্কার পেন/চক, বোর্ড, কর্মপত্র

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

- রিসোর্স বই এবং শিক্ষক সহায়িকা থেকে ৭ম শ্রেণির তৃতীয় শিখন অভিজ্ঞতাটি যথাযথভাবে পড়ে নিন।
- রিসোর্স বই ও শিক্ষক সহায়িকা থেকে বর্ণিত সহায়ক তথ্যের সফটকপি/ প্রিন্ট কপি সাথে রাখুন।
- ১ম সেশনের মূল কাজ হচ্ছে ভার্চুয়াল পরিচিতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেওয়া। আপনি ভার্চুয়াল পরিচিতি বা অনলাইন প্রোফাইল সম্পর্কে সহায়ক তথ্য থেকে জেনে নিন।
- শিক্ষকের কাছ থেকে সম্ভাব্য কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তা ভেবে রাখুন এবং উত্তরগুলো মনে মনে তৈরি করে রাখুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক: রিক্যাপ

- প্রশিক্ষণ কক্ষের সকল শিক্ষককে দুইটি দলে ভাগ করে দিতে হবে। একটিই দল আগের দিনের সিমুলেশনের যে কোন অংশ থেকে একটি প্রশ্ন করে অন্য দলের দিকে বল ছুড়ে দিবে। যে বলটি হাতে পাবে সে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবে, পুনরায় আরেকটি প্রশ্ন করে অন্যদলের দিকে বল ছুড়ে দিবে। এভাবে ৬ বার বল আদান প্রদান করা যেতে পারে।

কাজ-খ : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

- 'ভার্চুয়াল পরিচিতি কী?' বা 'ভার্চুয়াল পরিচিতি কেন প্রয়োজন' এই ধরণের একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীদের দিকে ছুড়ে দিন। (৪ মিনিট)
- এই সম্পূর্ন অভিজ্ঞতায় ১ম থেকে ৪র্থ সেশন পর্যন্ত শিক্ষার্থী কি কাজ করবে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। যেমন ব্যক্তিগত তথ্যের তালিকা, বিখ্যাত মানুষের জানা অজানা তথ্য, নিজের ভার্চুয়াল প্রোফাইল তৈরি ইত্যাদি। (৩ মিনিট)
- এই সময় শিক্ষকরা নির্দিষ্ঠ অভিজ্ঞতাটি কীভাবে সিমুলেশান করবে তা পরিকল্পনা করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।
- তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা জোগাড় করতে বা বিকল্প উপকরণ খুঁজতে সহায়তা করুন।
- এই সেশনের শেষের দিকে আপনি লটারিতে এই সেশন যে যে শিক্ষক পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে দুইজনেকে নির্বাচন করবেন।

কাজ-গ : শিক্ষক কর্তৃক সিমুলেশন (অভিজ্ঞতা-৩ সেশন ১)

- নির্বাচিত শিক্ষককে ৪র্থ অভিজ্ঞতা ৩য় সেশনের সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-ঙ: সিমুলেশন ফিডব্যাক

- শুরুতে সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে।
- প্রথমে সবল দিক মাঝখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ শেষে পরামর্শ এবং টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়।
- এ ধরণের ফিডব্যাকে প্রথমে প্রশংসা মাঝখানে গঠনমূলক সমালোচনা/আলোচনা শেষে আবার প্রশংসা আকারে করতে হয়য়। স্যান্ডউইচ এর তিন পার্টের সাথে তুলনা করে এই ফিডব্যাককে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক' বলে।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করতে হবে। এ জন্য পূর্বেই প্রত্যেক পাঠের জন্য ২/৩ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করে রাখতে হবে।

কর্মদিবস ৪

অধিবেশন ৪.২: সিমুলেশন

' আঞ্চলিক বৈচিত্রপত্র' (৮ম অভিজ্ঞতা, ২য় সেশন)

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণার্থীর (শিক্ষক) ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর ৮ম অভিজ্ঞতাটির ২য় ধাপ (প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ) শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী বুঝতে পারা।
- প্রশিক্ষণার্থী সাহায্যকারীর সহায়ক নির্দেশনা আনুযায়ী সফলভাবে একটি সেশন সিমুলেশন করতে পারা।

- প্রশিক্ষণার্থীর সিমুলেশন শেষে সহায়তাকারী কাজ থেকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক পাওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

কাজ-খ : শিক্ষক সিমুলেশান

কাজ -গ : ফিডব্যাক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পোস্টার পেপার, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, কর্মপত্র

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

- রিসোর্স বই এবং শিক্ষক সহায়িকা থেকে অষ্টম শিখন অভিজ্ঞতাটি যথাযথভাবে পড়ে নিন।
- রিসোর্স বই ও শিক্ষক সহায়িকা থেকে বর্ণিত সহায়ক তথ্যের সফট কপি/ প্রিন্ট কপি সাথে রাখুন।
- পঞ্চম সেসনের মূল কাজ হচ্ছে প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যে পরিবর্তন হচ্ছে তা বুঝতে পারা এবং শীক্ষার্থির এই পরিবর্তনকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারা। প্রযুক্তির কারনে কী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হচ্ছে আপনার নিজের জীবন থেকে কোন উদাহরণ / গল্প মনে মনে প্রস্তুত করে রাখুন।
- সারণী ৯.১ এ কিছু প্রযুক্তির পরিবর্তনের কথা দেওয়া আছে, সাথে কিছু খালি ঘরও দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীকে ঐ খালিঘরগুলো পুরণ করতে হবে। আপনি ঘরটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত চিন্তা করে রাখুন যেন শিক্ষককে সঠিকভাবেঙ্গাইড করতে পারেন
- শিক্ষকের কাছ থেকে সম্ভাব্য কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তা ভেবে রাখুন এবং উত্তরগুলো মনে মনে তৈরি করে রাখুন।

প্রক্রিয়া

সিমুলেশন:

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

- 'আমাদের এই শ্রেণীকক্ষে কোন জিনিসটি প্রযুক্তির কল্যাণে হয়েছে যা আগে ছিলোনা?' এই ধরণের একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করুন। ৫/৬ টি উত্তর নিন।
- এই অভিজ্ঞতা শেষে একটি আঞ্চলিক মেলার আয়োজন করতে হবে তা বলতে পারেন।
- এই সময় শিক্ষকরা নির্দিষ্ঠ অভিজ্ঞতাটি কীভাবে সিমুলেশান করবে তা পরিকল্পনা করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।
- তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা জোগাড় করতে বা বিকল্প উপকরণ খুঁজতে সহায়তা করুন।
- এই সেশনের শেষের দিকে আপনি লটারিতে এই সেশন যে যে শিক্ষক পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে একজনেকে নির্বাচন করে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

কাজ-খ : শিক্ষক সিমুলেশান

- নির্বাচিত শিক্ষককে সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আম্নত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-গ: ফিডব্যাক

- শুরুতে সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে।

- প্রথমে সবল দিক মাঝখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ শেষে পরামর্শ এবং টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়।
- এ ধরণের ফিডব্যাকে প্রথমে প্রশংসা মাঝখানে গঠনমূলক সমালোচনা/আলোচনা শেষে আবার প্রশংসা আকারে করতে হয়। স্যান্ডউইচ এর তিন পার্টের সাথে তুলনা করে এই ফিডব্যাককে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক' বলে।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করতে হবে। এ জন্য পূর্বেই প্রত্যেক পাঠের জন্য ২/৩ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করে রাখতে হবে।
- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে যাতে পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারী নিজেই তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে সক্ষম হয়।
- সার্বিক নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না। আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশকৃত বিষয়গুলো ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।

কর্মদিবস ৪

অধিবেশন ৪.৩: সিমুলেশন

- 'আমি যদি হই রোবট' সেশন - ৬ষ্ঠ সেশন

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণার্থীর (শিক্ষক) ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর ৫ম অভিজ্ঞতাটির ৩য় ধাপ (বিমূর্ত ধারণায়ন) শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী বুঝতে পারা।
- প্রশিক্ষণার্থী সাহায্যকারীর সহায়ক নির্দেশনা আনুযায়ী সফলভাবে একটি সেশন সিমুলেশন করতে পারা।
- প্রশিক্ষণার্থীর সিমুলেশন শেষে সহায়তাকারী কাজ থেকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক পাওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

কাজ-খ : শিক্ষক সিমুলেশান

কাজ -গ : ফিডব্যাক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পোস্টার পেপার (হলুদ রঙের), মার্কার পেন/চক, বোর্ড, কর্মপত্র

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

- রিসোর্স বই এবং শিক্ষক সহায়িকা থেকে ৫ম শিখন অভিজ্ঞতাটি (আমি যদি হই রোবট) যথাযথভাবে পড়ে নিন।
- রিসোর্স বই ও শিক্ষক সহায়িকা থেকে বর্ণিত সহায়ক তথ্যের সফট কপি/ প্রিন্ট কপি সাথে রাখুন।
- ৬ষ্ঠ সেশনের মূল কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর সুডো কোড করতে পারা। এখানে আপনিই পাওয়ার পয়েন্ট বা পোস্টার উপস্থাপন ছাড়া আর অন্য কী উপায়ে উপস্থাপন করা যায় তা পূর্ব পরিকল্পনা করে রাখবেন। শিক্ষকের সিমুলেশানের আগে যেন তাকে আপনার সৃজনশীল পরিকল্পনাগুলো দিয়ে দিতে পারেন।
- শিক্ষকের কাছ থেকে সম্ভাব্য কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তা ভেবে রাখুন এবং উত্তরগুলো মনে মনে তৈরি করে রাখুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা সময়: ১৫ মি.

- এই সময় শিক্ষকরা নির্দিষ্ঠ অভিজ্ঞতাটি কীভাবে সিমুলেশান করবে তা পরিকল্পনা করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।
- তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা জোগাড় করতে বা বিকল্প উপকরণ খুঁজতে সহায়তা করুন।
- এই সেশনের শেষের দিকে আপনি লটারিতে এই সেশন যে যে শিক্ষক পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে একজনেকে নির্বাচন করবেন।

কাজ-খ : শিক্ষক সিমুলেশান **সময়: ৪০ মি.**

- নির্বাচিত শিক্ষককে সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আম্নত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-গ: ফিডব্যাক **সময়: ১৫ মি.**

- শুরুতে সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে।
- প্রথমে সবল দিক মাঝখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ শেষে পরামর্শ এবং টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়।
- এ ধরণের ফিডব্যাকে প্রথমে প্রশংসা মাঝখানে গঠনমূলক সমালোচনা/আলোচনা শেষে আবার প্রশংসা আকারে করতে হয়। স্যান্ডউইচ এর তিন পার্টের সাথে তুলনা করে এই ফিডব্যাককে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক' বলে।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করতে হবে। এ জন্য পূর্বেই প্রত্যেক পাঠের জন্য ২/৩ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করে রাখতে হবে।
- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে যাতে পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারী নিজেই তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে সক্ষম হয়।

- সার্বিক নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না। আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশকৃত বিষয়গুলো ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।

কর্মদিবস ৪

অধিবেশন ৪.4: সিমুলেশন

'যোগাযোগেও আছে নিয়ম' সেশন - ৩য় সেশন

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণার্থীর (শিক্ষক) ডিজিটাল প্রযুক্তি বই এর ৮ম অভিজ্ঞতাটির ৩য় ধাপ (বিমূর্ত ধারণায়ন) শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী বুঝতে পারা।
- প্রশিক্ষণার্থী সাহায্যকারীর সহায়ক নির্দেশনা আনুযায়ী সফলভাবে একটি সেশন সিমুলেশন করতে পারা।
- প্রশিক্ষণার্থীর সিমুলেশন শেষে সহায়তাকারী কাজ থেকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক পাওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

কাজ-খ : শিক্ষক সিমুলেশান

কাজ -গ : ফিডব্যাক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

পোস্টার পেপার (হলুদ রঙের), মার্কার পেন/চক, বোর্ড, কর্মপত্র

সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

- রিসোর্স বই এবং শিক্ষক সহায়িকা থেকে ৮ম শিখন অভিজ্ঞতাটি (যোগাযোগেও আছে নিয়ম) যথাযথভাবে পড়ে নিন।
- রিসোর্স বই ও শিক্ষক সহায়িকা থেকে বর্ণিত সহায়ক তথ্যের সফট কপি/ প্রিন্ট কপি সাথে রাখুন।
- এখানে আপনিই পাওয়ার পয়েন্ট বা পোস্টার উপস্থাপন ছাড়া আর অন্য কী উপায়ে উপস্থাপন করা যায় তা পূর্ব পরিকল্পনা করে রাখবেন। শিক্ষকের সিমুলেশানের আগে যেন তাকে আপনার সৃজনশীল পরিকল্পনাগুলো দিয়ে দিতে পারেন।
- শিক্ষকের কাছ থেকে সম্ভাব্য কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তা ভেবে রাখুন এবং উত্তরগুলো মনে মনে তৈরি করে রাখুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

- এই সময় শিক্ষকরা নির্দিষ্ঠ অভিজ্ঞতাটি কীভাবে সিমুলেশান করবে তা পরিকল্পনা করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।
- তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা জোগাড় করতে বা বিকল্প উপকরণ খুঁজতে সহায়তা করুন।
- এই সেশনের শেষের দিকে আপনি লটারিতে এই সেশন যে যে শিক্ষক পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে একজনেকে নির্বাচন করবেন।

কাজ-খ : শিক্ষক সিমুলেশান

- নির্বাচিত শিক্ষককে সিমুলেশান পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- সিমুলেশান চলাকালীন সময়ে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় নোট নিন।
- সিমুলেশন চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিন।

কাজ-গ: ফিডব্যাক

- শুরুতে সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে।
- প্রথমে সবল দিক মাঝখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ শেষে পরামর্শ এবং টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়।
- এ ধরণের ফিডব্যাকে প্রথমে প্রশংসা মাঝখানে গঠনমূলক সমালোচনা/আলোচনা শেষে আবার প্রশংসা আকারে করতে হয়। স্যান্ডউইচ এর তিন পার্টের সাথে তুলনা করে এই ফিডব্যাককে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক' বলে।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করতে হবে। এ জন্য পূর্বেই প্রত্যেক পাঠের জন্য ২/৩ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করে রাখতে হবে।
- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে যাতে পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারী নিজেই তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে সক্ষম হয়।
- সার্বিক নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না। আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশকৃত বিষয়গুলো ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

সিমুলেশন এর মাধ্যমে শিক্ষক শিখন ফল- সাইবারে গোয়েন্দাগিরি এর সেশন ৫ প্রস্তুত করবেন যেখানে সক্রিয় পরীক্ষণ ধাপটি সিমুলেটেড হবে।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

কাজ খঃ শিক্ষক কর্তৃক সিমুলেশন (অভিজ্ঞতা-৪ সেশন-৫)

কাজ গঃ ফিডব্যাক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

কর্মপত্র, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ/কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার

সহায়তাকারীর প্রস্তুতিঃ

সাধারণ শ্রেণী কক্ষের সেশন নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করবে। অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রদর্শন, দলগত কাজ, আলোচনার মাধ্যমে সেশনটি পরিচালিত করবেন।

প্রক্রিয়া্

কাজ- ক- শিক্ষকের সিমুলেশন পরিকল্পনা

- এই সময় শিক্ষকরা নির্দিষ্ঠ অভিজ্ঞতাটি কীভাবে সিমুলেশান করবে তা পরিকল্পনা করবে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।
- তার কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা জোগাড় করতে বা বিকল্প উপকরণ খুঁজতে সহায়তা করুন।
- এই সেশনের শেষের দিকে আপনি লটারিতে এই সেশন যে যে শিক্ষক পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে একজনেকে নির্বাচন করবেন।

কাজ-খ : শিক্ষক কর্তৃক সিমুলেশন (অভিজ্ঞতা-৪ সেশন-৫)

১। প্রথমেই বিগত দুই ক্লাসে হয়ে যাওয়া কাজের পর্যালোচনা করুন

২। সাইবার অপরাধ থেকে বাচতে কি কি নিরাপত্তা নিতি বানাতে হবে সেটি নিয়ে একটি মুক্তালোচনা করুন

৩। বই এ প্রদত্ত কাঠামোর আলোকে শিক্ষার্থীদের নিজেদের ণিতিমালা তৈরি করতে দিন

৪। এই মতামতে সবার অংশগ্রহন নিশ্চিত করুন

৫। শ্রেণীকক্ষে মুক্তালোচনার মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো নিতি গুলো গ্রহন করুন

৬। তৈরিকৃত ণিতিমালায় সকলে শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর নিন

৭। এই দলগত কাজটি স্কুলের দেয়ালে অথবা নোটিস বোর্ডে উপস্থাপনের সুযোগযালছন

৯। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেক কে এই নিতিমালার একটি করে অনুলিপি তৈরি করতে বলুন

১০। সেই অনুলিপিতে তার অভিভাবকের সাক্ষর গ্রহন করে শ্রেণীকক্ষে আনতে বলুন

কাজ-গ: ফিডব্যাক

- শুরুতে সবল দিক সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নের দিকগুলো উল্লেখ করতে হবে।
- প্রথমে সবল দিক মাঝখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ শেষে পরামর্শ এবং টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়।
- এ ধরণের ফিডব্যাকে প্রথমে প্রশংসা মাঝখানে গঠনমূলক সমালোচনা/আলোচনা শেষে আবার প্রশংসা আকারে করতে হয়। স্যান্ডউইচ এর তিন পার্টের সাথে তুলনা করে এই ফিডব্যাককে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক' বলে।
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করতে হবে। এ জন্য পূর্বেই প্রত্যেক পাঠের জন্য ২/৩ জন পর্যবেক্ষক ঠিক করে রাখতে হবে।
- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে যাতে পর্যবেক্ষণাধীন অংশগ্রহণকারী নিজেই তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে সক্ষম হয়।

- সার্বিক নেতিবাচক কথা ব্যবহার করা যাবে না। আগের পর্যবেক্ষণে মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশকৃত বিষয়গুলো ফলাবর্তন থেকে বাদ দিতে হবে।

কর্মদিবস-৫

অধিবেশন ৫.১: শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সময় :

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এর আলোকে মূল্যায়ন (শিখনকালীন ও সামষ্টিক) প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা অর্জন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা

কাজ-খ : পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)

কাজ-গ : পারদর্শিতার আদর্শ (PS)

কাজ-ঘ : পারদর্শিতার মাত্রা , যোগ্যতা ও পারদর্শিতার নির্দেশক এর সাথে সম্পর্ক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই নিজ বিষয়ের (ডিজিটাল প্রযুক্তি) মূল্যায়ন সম্পর্কে জেনে নিন। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস অনুযায়ী নিজ বিষয়ের পারদর্শিতার নির্দেশক ও পারদর্শিতার মাত্রাগুলোর সফট কপি সংগ্রহ করে নিন, সেগুলো ভালোভাবে পড়ে বুঝে নিন, এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। (পারদর্শিতার নির্দেশকগুলোর ৫/৬ সেট ফটোকপি সঙ্গে নিন, যাতে যান্ত্রিক গোলযোগ/বিদ্যুৎ না থাকলেও সেগুলো দিয়ে সেশন পরিচালনা করা যায়।)

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা

7. শুভেচ্ছা বিনিময় করে গতদিনের সেশনে কী কী আলোচনা করা হয়েছে, তা খুব সংক্ষেপে যেকোনো একজনকে বলতে বলুন। কেউ সাথে আরও কিছু যুক্ত করতে চায় কিনা জিজ্ঞাসা করুন। যুক্ত করার মতো হলে দু'জনকেই ধন্যবাদ জানান।
8. এবার শিখনকালীন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কী তা কেউ জানে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। দু'একজনের উত্তর শুনুন এবং তথ্যপত্র ৫.১ এর আলোকে উভয় প্রকার মূল্যায়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। জীবন ও জীবিকা বিষয়ের জন্য কখন এই মূল্যায়ন করা হবে তাও বুঝিয়ে বলুন।

কাজ-খ : পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)

1. এবার তথ্যপত্র ৫.২ এর আলোকে পারদর্শিতার নির্দেশক সম্পর্কে ধারণা দিন।

2. এই বিষয়ের শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতা বা শিক্ষার্থীর অবস্থান জানা/পরিমাপের জন্য কী কী পারদর্শিতার নির্দেশক **(PI)** নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রজেক্টরে প্রদর্শন করুন এবং ২/৩টি পারদর্শিতার নির্দেশক-এর প্রারম্ভিক, অন্তর্বর্তীকালীন এবং দক্ষ এই তিনটি স্তর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন ।

3. এবার সবাইকে কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে এক সেট করে পারদর্শিতার নির্দেশক সরবরাহ করুন এবং অন্যান্য পি আই নিয়ে দলগত আলোচনা করতে বলুন। আলোচনা করে বুঝার জন্য ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ করুন।

4. প্রতি দলের কাছে গিয়ে তাদের আলোচনা পর্যেক্ষণ করুন।

5. দলগত আলোচনার পর কোনটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন। যেগুলো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে সেগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।

কাজ-গ : পারদর্শিতার আদর্শ (PS)

1. এবার তথ্যপত্র ৫.৩ এর আলোকে পারদর্শিতার আদর্শ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা দিন।

2. যোগ্যতার মাপকাঠিতে শিক্ষার্থীর অবস্থান পরিমাপের জন্য এই বিষয়ে মোট কতটি পারদর্শিতার আদর্শ (PS) নির্ধারণ করা হয়েছে তা বলুন এবং সেগুলোর সাথে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট কার্ডে এই মাত্রাগুলো উল্লেখ থাকবে এই বিষয়টি তাদেকে অবহিত করুন।

কাজ-ঘ : পারদর্শিতার আদর্শ, যোগ্যতা ও পারদর্শিতার নির্দেশক এর সাথে সম্পর্ক

4. শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপে পারদর্শিতার নির্দেশক এবং পারদর্শিতার মাত্রার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে সবাইকে বুঝিয়ে দিন।

5. এক্ষেত্রে স্বচ্ছ ধারণা অর্জনের জন্য সবাইকে তথ্যপত্র ৫.4 এককভাবে পড়তে দিন ।

6. কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে আলোচনার মাধ্যমে উত্তর দিন।

7. এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনটি সমাপ্ত করুন।

তথ্যপত্র ৫.১

মূল্যায়নের স্বরূপ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন তিন রকমের হতে পারে। শিখনের মূল্যায়ন (Assessment of Learning), শিখনের জন্য মূল্যায়ন (Assessment for Learning), এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন (Assessment as Learning)। প্রথম ধরনের মূল্যায়নে শুধুমাত্র শিখনের পরিমাপ করা হয়, দ্বিতীয় ধরনের মূল্যায়নে ধারাবাহিক বা চলমান মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বুঝে সে অনুযায়ী বর্ণনামূলক ফিডব্যাক দেওয়া হয়। আর তৃতীয় ধরনের মূল্যায়ন এমন হয় যে, সেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ও ফিডব্যাক প্রদানই করে না, বরং শিক্ষার্থীর জন্য শিখন অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করে। পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমে নতুন এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি শিখনের জন্য মূল্যায়ন (Assessment for Learning), এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন (Assessment as Learning) কে প্রাধান্য দিয়ে সাজানো হয়েছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন

শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়ার সময়ে নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে শিখনে সহায়তা করার যে পদ্ধতি তা-ই শিখনকালীন মূল্যায়ন নামে এখানে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিখনকালীন মূল্যায়ন হলো- শিখন প্রক্রিয়ার সংগে সন্নিবেশিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন, যার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থা জেনে শিখনে সহায়তা প্রদান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ মূল্যায়নের তথ্য ও উপাত্ত যোগ্যতার বা পারদর্শিতার লক্ষ্যমাত্রা (Milestone) অর্জনের প্রমাণ দেয়।

সামষ্টিক মূল্যায়ন

একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা চিহ্নিত করার জন্য যে মূল্যায়ন ব্যবস্থা , তা-ই সামষ্টিক মূল্যায়ন। কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি যোগ্যতা বা যোগ্যতাসমূহ অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে আছে তা জানার জন্য এই সামষ্টিক মূল্যায়ন জরুরি। এক্ষেত্রে যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল্যায়নের বহুমুখী পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে আছে তা জানা যায়। এ মূল্যায়ন শিক্ষা বছরের মধ্য সময়ে এবং শেষে, দুই বার করা হবে। নির্দিষ্ট সময়ে সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে তার রেকর্ড, তথ্য, উপাত্ত বা প্রমাণকের ভিত্তিতে শিক্ষক পারদর্শিতার নির্দেশকে তার ইনপুট দেবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, **সামষ্টিক মূল্যায়ন মানে শুধুমাত্র কাগজ-কলম নির্ভর পরীক্ষা নয় বরং যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল্যায়নের বহুমুখী পদ্ধতির (কাজ, এসাইনমেন্ট, উপস্থাপন, যোগাযোগ, কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন, ইত্যাদি) সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন অবস্থানে আছে তা জানা।**

এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষার্থীর এই মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষকই করবেন না। শিক্ষকের পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভিভাবক, সহপাঠী এবং এলাকার লোকজন/কমিউনিটি/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত কাজগুলোতে তাদের মূল্যায়নের সেই সুযোগ রাখা হয়েছে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ছক, মতামত ও পরামর্শ প্রদানের ঘর /বক্স রাখা হয়েছে যা প্রমাণক হিসেবে কাজ করবে।

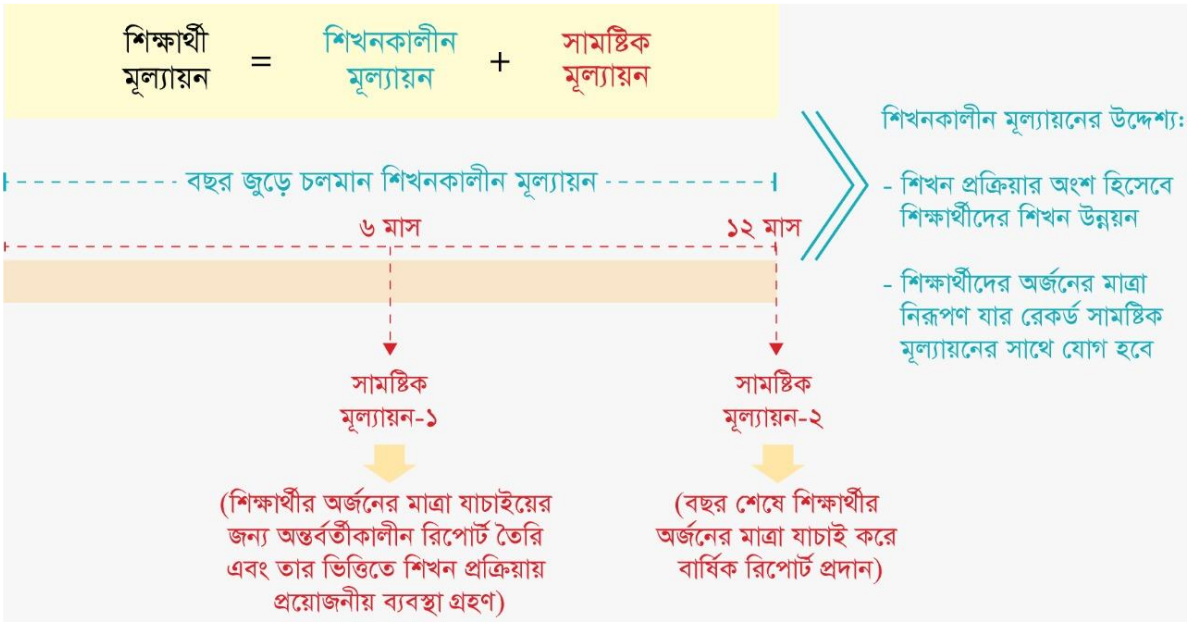

তথ্যপত্র ৫.২

পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)

নতুন শিক্ষাক্রম অনুসারে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য মোট দশটি মূল যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ যোগ্যতাগুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এক একটি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা থেকে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত) নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রতিটি বিষয়ের জন্য শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক **একক যোগ্যতা** নির্ধারণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ১০টি এবং সপ্তম শ্রেণির জন্য ১০টি একক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মূল্যায়নের জন্য এই একক যোগ্যতাসমূহই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে, নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বা অবস্থান জানতে ঐ বিষয়ের একক যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সে কোথায় অবস্থান করছে তা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের জন্য যে কয়টি একক যোগ্যতা আছে, সেগুলোকে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে এক বা একাধিক **স্পষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও পর্যবেক্ষণযোগ্য নির্দেশক** তৈরি করা হয়েছে যেগুলোকে **পারদর্শিতার নির্দেশক** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী কী কী করলে বোঝা যাবে যে সে একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতা কী মাত্রায় অর্জন করেছে, তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পারদর্শিতার নির্দেশক হলো যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিমাপযোগ্য আচরণ যা সরাসরি একটি নির্দিষ্ট একক যোগ্যতার অর্জনের মাত্রাকে প্রকাশ করবে ।

ডিজিটাল প্রযুক্তি ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ১০টি এবং সপ্তম শ্রেণির জন্য ১৮টি একক পারদর্শিতা নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে।

কোনো একটি পারদর্শিতার নির্দেশক এ শিক্ষার্থী বিভিন্ন মাত্রায় থাকতে পারে। তা পরিমাপের জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশক এ শিক্ষার্থীর অবস্থানের তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা **প্রারম্ভিক, বিকাশমান বা অন্তর্বর্তীকালীন ও দক্ষ** (স্তর অনুযায়ী অর্জনের পথে) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এ মাত্রাসমূহ মূলত পারদর্শিতার পর্যায়ক্রমিক গুণগত বিবরণী যা বিভিন্ন ছক, টুল, রুব্রিক্স দিয়ে পরিমাপ করা হবে। শিক্ষক বা মুল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর কার্যক্রম এবং তার পারদর্শিতা পর্যবেক্ষণ ও প্রমানের ভিত্তিতে যাচাই করে পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে সে কোন মাত্রায় (প্রারম্ভিক বা বিকাশমান/অন্তবর্তীকালীন বা দক্ষ) আছে তা নির্ধারণ করবেন। কোন একটি একক যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রার সমন্বয়ে ঐ একক যোগ্যতা অর্জনে সে কোন মাত্রায় আছে তা নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ কোন একটি একক যোগ্যতার পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহের সমন্বিত অবস্থান ঐ যোগ্যতায় শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্দেশ করে।

তথ্যপত্র ৫.৩

পারদর্শিতার আদর্শ (PS)

শিক্ষার্থীরা অর্জিত একক যোগ্যতাসমূহ যে কোন কাজে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করে, তাই একক যোগ্যতাসমূহের সমন্বিত প্রয়োগ অনুশীলন এবং তার মুল্যায়ন উৎসাহিত করতে একাধিক একক যোগ্যতার সমন্বয়ে পারদর্শিতার আদর্শ নির্ধারণ করা হয়েছে। পারদর্শিতার আদর্শের মাধ্যমে একক যোগ্যতাসমূহের সমন্বিত রূপ প্রকাশ করা হয়।

পারদর্শিতার আদর্শ হলো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির নির্দিষ্ট বিষয়ের সামগ্রিক যোগ্যতার ভিত্তিতে (একক যোগ্যতারসমূহের সমন্বয়ে) অর্জিতব্য পারদর্শিতার বিভিন্ন মাত্রা যা ঐ বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার অবস্থান নির্ণয় করে। মুল্যায়নে পারদর্শিতার আদর্শে শিক্ষার্থীর অবস্থান জানতে এখানেও তিনটি পর্যায় নির্ধারিত থাকবে (প্রারম্ভিক, বিকাশমান/অন্তবর্তীকালীন এবং দক্ষ)।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে পারদর্শিতার আদর্শ (PS) ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ২টি এবং সপ্তম শ্রেণির জন্য ২টি নির্ধারণ করা হয়েছে।

কোনো একটি বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণ করতে শিক্ষক শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন থেকে তথ্য উপাত্ত নিয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে তার ইনপুট দেবেন। এই দুই ধরনের মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ইনপুটের ভিত্তিতে অর্জিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহের মাত্রা নির্ধারিত ফর্মুলায় সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করবে। আবার একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারিত ফর্মুলায় সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার আদর্শ অর্জনে তার অবস্থান নির্ধারণ করবে যা পরবর্তীতে ঐ বিষয়ের চুড়ান্ত মূল্যায়ন হিসেবে রিপোর্ট কার্ড বা অগ্রগতির প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হবে। তবে এখানে শিক্ষকের কাজ হবে নির্দিষ্ট প্রমাণক যাচাই করে পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অবস্থানের ইনপুট প্রদান করা । এই কাজটি তিনি নির্দিষ্ট একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে করবেন। তার দেওয়া ইনপুটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব নিকাসের পর রিপোর্ট কার্ড বের হয়ে আসবে।

মূল্যায়নের এ নতুন পদ্ধতিতে **অপ্রয়োজনীয়ভাবে একজনকে আরেকজনের সাথে তুলনা করা হবে না এবং গ্রেড বা স্কোরের বাড়তি চাপ শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপ করা হবে না।** একজন শিক্ষার্থীকে আরো সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তার ক্রমঅগ্রসরমান পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করে নিজের পূর্বের অবস্থান থেকে পরবর্তী অবস্থানের তুলনা করা হবে।

মূল্যায়নের এই পুরো প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষকের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করা হলো।

মূল্যায়নের এই পুরো প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষকের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করা হলো।

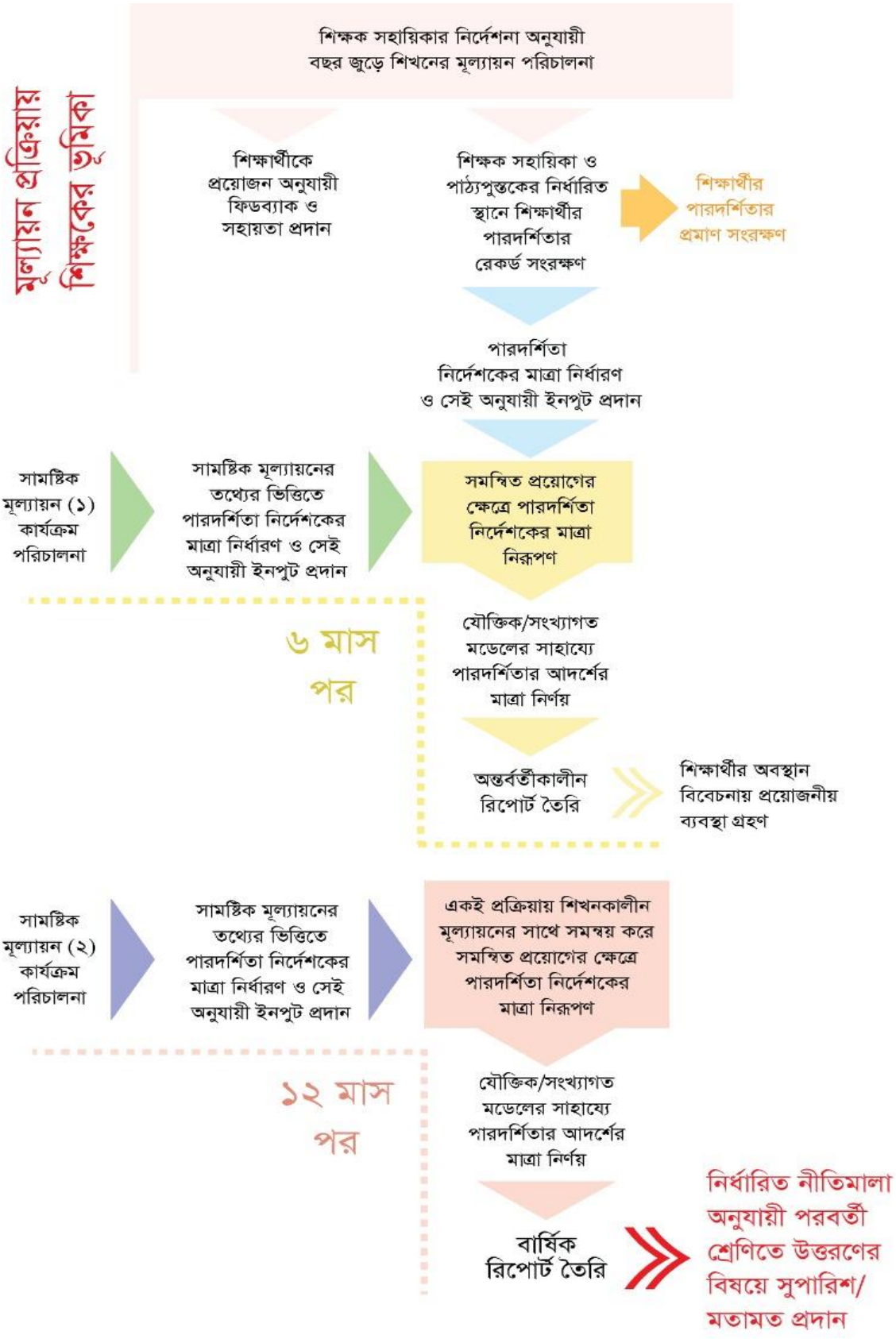
মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা
শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুযায়ী
বছর জুড়ে শিখনের মূল্যায়ন পরিচালনা
শিক্ষার্থীকে
প্রয়োজন অনুযায়ী
ফিডব্যাক ও
সহায়তা প্রদান
শিক্ষক সহায়িকা ও
পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত
স্থানে শিক্ষার্থীর
পারদর্শিতার
রেকর্ড সংরক্ষণ
শিক্ষার্থীর
পারদর্শিতার
প্রমাণ সংরক্ষণ
পারদর্শিতা
নির্দেশকের মাত্রা নির্ধারণ
ও সেই অনুযায়ী ইনপুট প্রদান
সামষ্টিক
মূল্যায়ন (১)
কার্যক্রম
পরিচালনা
সামষ্টিক মূল্যায়নের
তথ্যের ভিত্তিতে
পারদর্শিতা নির্দেশকের
মাত্রা নির্ধারণ ও সেই
অনুযায়ী ইনপুট প্রদান
সমন্বিত প্রয়োগের
ক্ষেত্রে পারদর্শিতা
নির্দেশকের মাত্রা
নিরূপণ
৬ মাস
পর
যৌক্তিক/সংখ্যাগত
মডেলের সাহায্যে
পারদর্শিতার আদর্শের
মাত্রা নির্ণয়
অন্তর্বর্তীকালীন
রিপোর্ট তৈরি
শিক্ষার্থীর অবস্থান
বিবেচনায় প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণ
সামষ্টিক
মূল্যায়ন (২)
কার্যক্রম
পরিচালনা
সামষ্টিক মূল্যায়নের
তথ্যের ভিত্তিতে
পারদর্শিতা নির্দেশকের
মাত্রা নির্ধারণ ও সেই
অনুযায়ী ইনপুট প্রদান
একই প্রক্রিয়ায় শিখনকালীন
মূল্যায়নের সাথে সমন্বয় করে
সমন্বিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে
পারদর্শিতা নির্দেশকের
মাত্রা নিরূপণ
১২ মাস
পর
যৌক্তিক/সংখ্যাগত
মডেলের সাহায্যে
পারদর্শিতার আদর্শের
মাত্রা নির্ণয়
বার্ষিক
রিপোর্ট তৈরি
নির্ধারিত নীতিমালা
অনুযায়ী পরবর্তী
শ্রেণিতে উত্তরণের
বিষয়ে সুপারিশ/
মতামত প্রদান

কর্মদিবস ৫

অধিবেশন ৫.২ : পি আই ব্যবহার, শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ,ও রিপোর্ট কার্ড

সময়-১২০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

শিখনকালীন ও সামস্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও রিপোর্টকার্ড তৈরি ও প্রকাশ প্রক্রিয়ার সাথে হাতে-কলমে পরিচিত হওয়া

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ (কখন কীভাবে)

কাজ-খ : Software এ ইনপুট দেওয়ার অনুশীলন ও রিপোর্ট কার্ড তৈরি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, স্মার্ট ফোন, নোট বুক, কলম, পেন্সিল।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার সহায়ক তথ্য অংশটি পড়ে বুঝে নিন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রয়োজনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। মোবাইল ডাটা প্যাকেজ চালু আছে কিনা এবং পর্যাপ্ত ব্যাল্যান্স নিশ্চিত করুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ (কখন ও কীভাবে) **৬০ মিনিট**

1. শুভেচ্ছা বিনিময় করে আগের পাঠের ধারাবাহিকতায় এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করুন।
2. উদ্দেশ্য বর্ণনার পর প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়ক তথ্য অংশ হতে **৫.২.১ সেকশনটি পরতে বলুন ও চিত্র-০১: মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়ার ফ্লো-চার্টটি** প্রশিক্ষণার্থীদের দলে আলোচনা করতে বলুন। ফ্লো-চার্ট এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের দলগত মতামত আহ্বান করুন।
3. এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়ক তথ্য অংশ হতে সেকশন **৫.২.২ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয়** অংশটি এককভাবে পড়তে দিন। এবং বিষয়টি দলে আলোচনার সুযোগ দিন।
4. এ পর্যায়ে সকল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এককভাবে **৫.২.৩ শিখনকালীন মূল্যায়নের উপাত্ত সংরক্ষণ** এবং **৫.২.৪ সামষ্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ** সেকশন দুটি পড়তে দিন। এবার দলে ছক ১(ক), ১(খ) এবং ছক ২ পর্যালোচনা করতে বলুন। দলগত মতামত নিন।
5. এ পর্যায়ে সকল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দলগতভাবে ছক ৩ পর্যালোচনা করতে বলুন। দলগত মতামত নিন।
6. সকলের মতামত নেয়া শেষ হলে ১০ মিনিটের বিরতি ঘোষণা করুন।

সহায় তথ্য ৫.২

৫.২.১ শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ (কখন ও কীভাবে)

নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন মূলত শিখনযোগ্যতার পরিবর্তনের শিখনকালীন ও নির্দিষ্ট সময় শেষে সামষ্টিক নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের একটি চিত্র গঠন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা হবে। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সরলরৈখিক নয়। প্রচলিত নম্বর পদ্ধতি থেকে বের হয়ে এসে শিক্ষার্থীর শিখনযোগ্যতার মূল্যায়ন ফলাফল হবে বর্ণনামূলক যা সহজে শিক্ষার্থীর অর্জিত সামর্থ্যের পরিচিত করাবে। সমগ্র প্রক্রিয়াতে নিচের ধাপগুলো রয়েছে;

1. ধাপ-১ : মূল্যযাচাই পর্ব (শিখনকালীন ও সামষ্টিক) পরিচালনা ও উপাত্ত সংরক্ষণ।
2. ধাপ-২ : উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ফলাফল গঠন
3. ধাপ-৩ : ফলাফল প্রকাশ বা প্রেরণ

নম্বরভিত্তিক না হয়ে বর্ণনামূলক ফলাফল হওয়ার কারণে ধাপ-২ একটি জটিল কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া। এই ধাপের কার্যক্রম নৈর্ব্যক্তিক হওয়া জরুরি, অন্যথায় শিক্ষার্থীরা বঞ্চনার শিকার হতে পারে। শিক্ষার্থী সংখ্যা (প্রায় ১ এক কোটি বিশ লক্ষ) এই ধাপটিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তাই এই ধাপের কাজটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন এসেসমেন্ট সিস্টেম (কম্পিউটার প্রোগ্রামের) মাধ্যমে করা হবে। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ধাপ-২ এর মুল দায়িত্ব এই কেন্দ্রীয় এসেসমেন্ট সিস্টেম পালন করবে।

ধাপ-১ এর সম্পূর্ণ এবং ধাপ-৩ এর আংশিক শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত হবে ফলে, শিক্ষকদের কাজের বোঝা লাঘব হবে এবং মূল্যায়নকে শিখন প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই আনন্দমূখর হবে। নিচের ফ্লো-চার্টটিতে (চিত্র-০১) সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি প্রকাশ করা হলো-

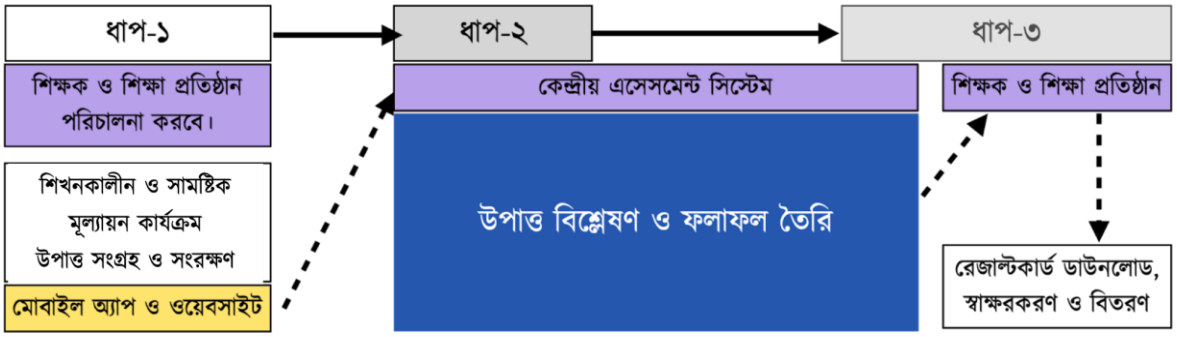

চিত্র-০১: মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়ার ফ্লো-চার্ট

৫.২.২ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয়

শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান মূলত উপরের চিত্রে দেখানো ধাপগুলোর মধ্যে ধাপ-১ সম্পূর্ণ ও ধাপ-৩ এর আংশিক পরিচালনা করবেন। যে কাজগুলো করতে হবে;

1. শিখনকালীন মূল্যায়নের উপাত্ত সংরক্ষণ

    a. শিক্ষক শিক্ষার্থীর কার্যক্রমের প্রমাণকের ভিত্তিতে ছক-১(ক) পূরণ করুন। ছক-২ (বিষয়ভিত্তিক পারদর্শীতার PI) এর সাহায্য নিন।

    b. শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখনকালীন কার্যক্রম ও প্রমাণকের ভিত্তিতে ছক-১(খ) পূরণ করুন। ছক-৩ (আচরণিক আদর্শ BI ভিত্তিক) এর সাহায্য নিন।

অথবা

    c. Software / মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে তথ্য আপলোড করুন

2. সামষ্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংরক্ষণ

    a. প্রতি শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ছক-১(খ) ব্যবহার করুন। ছক-২ (বিষয়ভিত্তিক পারদর্শীতার PI) এর সাহায্য নিন।

অথবা

b. Software / মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে প্রতি শিক্ষার্থীর উপাত্ত প্রদান করুন

3. রেজাল্ট কার্ড বিতরণ

a. রেজাল্ট কার্ড ডাউনলোড করে শিক্ষকের মন্তব্য কলামে আপনার মন্তব্য লিখুন

b. শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব রেজাল্ট কার্ড বিতরণ করুন

৫.২.৩ শিখনকালীন মূল্যায়নের উপাত্ত সংরক্ষণ

প্রতিটি অভিজ্ঞতা চর্চার সময় শিক্ষক তাদের শিক্ষক সহায়িকায় সংযুক্ত বিভিন্ন এসেসমেন্ট টুল যেমন তথ্যছক ছক-১(ক) বা মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের উপাত্ত (PI ও BI ভিত্তিক উভয়ই) সংরক্ষণ করবেন। এ কাজের জন্য সহায়ক রুব্রিক্স ছক-১(খ) তে দেয়া হলো।

৫.২.৪ সামষ্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে সামষ্টিক বা শিখনযোগ্যতা অর্জনের চিত্র গঠনের জন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে। শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণি বা গ্রেডে উত্তরণের ক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত উপাত্ত বিবেচনা করা হবে। এ সকল উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য প্রতিটি একক যোগ্যতার আওতায় এক বা একাধিক পরিমাপযোগ্য আচরণের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যাকে পারদর্শীতার সূচক নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পরিমাপযোগ্য আচরণের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত উপাত্ত ইনপুট হিসেবে প্রদান করবেন। যেমন

উদাহরণ-০১: (ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ের নমুনা PI)

PI	বর্ণনা	পরিমাপযোগ্য আচরণ		
PI-1.1	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	১। সিদ্ধান্তদানে প্রমাণ দেওয়ার অনীহা ২। অন্যের সিদ্ধান্ত	১। তথ্য ও উপাত্তর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে ২। সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা	১। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করছে। ২। কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা বলতে পারছে।

		কপি করছে।	করছে না।	
		E	**P**	**N**

উপরের টেবিলে পরিমাপযোগ্য আচরণের তিনটি কলামে শিক্ষার্থীদের কিছু সম্ভাব্য আচরণ তালিকা আকারে রয়েছে। পর্যবেক্ষণীয় শিক্ষার্থীর আচরণ যেই কলামের সাথে সবচাইতে বেশি মিলে যাবে শিক্ষক সেই কলামটির নিচে লেখা লেবেলটি বাছাই করবেন। এই পছন্দটি শিক্ষার্থীর একটি উপাত্ত হিসাবে কাজ করবে। ২০২২ সালের ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শীতার সূচক ছক-২ এবং ও আচরণভিত্তিক আদর্শ সূচক ছক-৩ এ দেয়া হলো। শিক্ষক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছকটি ব্যবহার করবেন।

ছক-১(ক): শিখনকালীন মূল্যায়নের (পারদর্শীতার আদর্শ PI ভিত্তিক) উপাত্ত সংগ্রহ ছক (নমুনা)

		ছক-১ (খ) অনুযায়ী শুধু প্রযোজ্য অক্ষর যেমন E, P, বা N লিখুন									
তারিখ	শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	PI-1.1	PI-2.1	PI-3.1	PI-4.1	PI-5.1	PI-6.1	PI-7.1	PI-8.2	PI-9.1	PI-10.2

ছক-১(খ): শিখনকালীন মূল্যায়নের (আচরণিক আদর্শ BI ভিত্তিক) উপাত্ত সংগ্রহ ছক (নমুনা)

		বিষয়ভিত্তিক BI ছক অনুযায়ী শুধু প্রযোজ্য অক্ষর যেমন E, P, বা N লিখুন									
তারিখ	শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	১.১	১.২	১.৩	১.৪	১.৫	১.৬	২	৩	৪	৫

ছক-২: ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে পারদর্শীতার আদর্শভিত্তিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহের রুব্রিক্স (উদাহরণ হিসাবে ব্যবহারের জন্য)

৬ষ্ঠ শ্রেণি					
পিএস	একক যোগ্যতা	পিআই	প্রারম্ভিক	অন্তর্বর্তীকালীন	পারদর্শী
১। সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে ডিজিটাল প্লাটফর্মে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলা করে আইনি বাধ্যবাধকতা, নৈতিক এবং নিরপেক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল নেটওয়ার্কে যে কোন পরিস্থিতিতে তথ্যের আদান প্রদান	শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ৩ ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে এবং তথ্য আদানপ্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	২। ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে,	নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের পদ্ধতি পর্যবেক্ষন করে তা উপস্থাপন করতে পেরেছে	পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী কেন তথ্য আদান প্রদানে ভিন্ন ধরণের নেটওয়ার্ক ব্যাবহার হয় তা সনাক্ত করতে পেরেছে	সাধারন নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে প্রকাশ করতে পেরেছে
	শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ৫ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম	১। জরুরী প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে	শিখন পরিবেশে পরিচিত প্রেক্ষাপটে জরুরী সেবার জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে	পরিচিত প্রেক্ষাপটে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য জরুরী সেবা গ্রহন করতে	যে কোন পরিস্থিতিতে, পরিস্থিতির বৈচিত্র বিবেচনায় কোন জরূরী মাধ্যমে ব্যবহার করা উচিৎ তা

	ব্যবহার করে জরুরী সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা	জরুরী সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগোযোগ স্থাপন করতে পারবে।		যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে	সনাক্ত করে নিজের, পরিবারের এবং সমাজের জন্য জরুরী সেবা গ্রহন করার দক্ষতা অর্জন করেছে
	শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারনা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া	১। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে	শিখন পরিবেশে সহজলভ্য উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করার প্রেক্ষিতে এর ব্যবহারবিধি চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী দায়ীত্বশীল ব্যবহার করতে পেরেছে	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীকে সনাক্ত করে তার অনুমতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ওই সম্পদ দায়ীত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারির অনুমুতি সাপেক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ দায়ীত্বশীল ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে
	শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৭ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলায় দক্ষতা অর্জন করতে পারা	২। ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সীমিত পরিসরে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে	ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে	নিকটতম ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কী কি ঝুঁকি হতে পারে তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ডিজিটাল ডিভাইসকে ঝুঁকি মোকাবেলা করার দক্ষতা অর্জন করেছে
	শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৮ তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনিয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণিয় নির্ধারণ করতে পারা	১। তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনিয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সীদ্ধান্ত নিতে পারবে	শিখন পরিবেশে কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করনীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।	যে কোন পরিস্থিতিতে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করনীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে সামাজিক ও আইনিভাবে কি রক্ষাকবচ রয়েছে তা্র তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে
	শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৯ ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসকল সামাজিক আচরণ রয়েছে তার সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের আচরনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে	শিখন পরিবেশে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে

			উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	
	শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ১০ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান করতে পারা	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত আচরণ বিশ্লেষনের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে বৈচিত্রকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করে ভৌগোলিক বৈচিত্রের সাথে এর সম্পর্ক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে
২। প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তথ্যকে উপযুক্ত এবং সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করে সমস্যা সমাধানে প্রোগ্রাম ডিজাইন এবং সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে। ((শিখন পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, যে কোন প্রতিষ্ঠান)	**শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ১** কোন ধরণের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়ীত্বশীল আচরণ করতে পারা	১। শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে	শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনীয় যে কোন একটি তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে সংগ্রহ কুরতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার শিখন পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত একাধিক উৎস থেকে প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় বিভিন্ন উৎস থেকে তুলনা করে যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতেৎপেরেছে।
	শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ২ সরল অ্যালগোরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা	পরিমার্জিন সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে।	শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়ার ধাপগুলো চিহ্নিত করে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি সরল প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করবে	শিক্ষার্থী একটি সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোতে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন পরিকল্পনা যোগ করে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রবাহচিত্রে প্রকাশ করবে।	শিক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রোগ্রাম ডিজাইন করে প্রোগ্রামকে একটি প্রযুক্তিগত সমাধানে রুপান্তর করবে।

	শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ৪ নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা	২। টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে।	নিজেস্ব প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে উপযুক্ত কনটেন্ট ব্যবহার করতে পেরেছে।	নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন টার্গেটগ্রুপের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর কনটেন্ট ব্যবহার করতে পেরেছে।	ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে টার্গেটগ্রুপের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর কনটেন্ট ব্যবহার করেছে।
৭ম শ্রেণি					
পিএস	একক যোগ্যতা	পিআই	প্রারম্ভিক	অন্তর্বর্তীকালীন	পারদর্শী
১। প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে প্রযুক্তির সহায়তায় ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন করতে পেরেছে;	**শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ২** অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণ পূর্বক তার সমাধানের জন্য অ্যলগরিদম ডিজাইন ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারা এবং তা প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারা	অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণ পূর্বক তার সমাধানের জন্য অ্যলগরিদম ডিজাইনের ডায়াগ্রাম উপস্থাপন করতে পারবে।	শিখন পরিবেশে সমস্যা সমাধানের অ্যালগরিদম ডিজাইন করে তা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পেরেছে;	নির্দিষ্ট সমস্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অ্যালগরিদমের ডিজাইন করে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক চাহিদা বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন রকম অ্যালগরিদমের ডিজাইন করে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করতে পেরেছে;
		ডিজাইন করা অ্যালগরিদমকে প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারবে;	শিখন পরিবেশে সমস্যা সমাধানের অ্যালগরিদমকে প্রোগ্রামে রূপান্তর করতে পেরেছে;	নির্দিষ্ট সমস্যার জন্য ডিজাইন করা অ্যালগরিদমকে ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রামে রূপান্তর করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক চাহিদা বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানে ডিজাইন করা অ্যালগরিদমকে প্রোগ্রামে রূপান্তর করতে পারবে করতে পেরেছে;
	শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ৪ নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং মাধ্যম বিবেচনায় নিয়ে সৃজনশীল কাজের উন্নয়ন ও উপস্থাপনে	সৃজনশীলভাবে যেকোন কাজের উন্নয়নে আগ্রহ সহকারে ডিজিটাল প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারবে।	শিখন পরিবেশে কোন কাজের উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পেরেছে	যেকোন কাজের উন্নয়ন ও উপস্থাপনে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিভিন্ন উপায়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে	চাহিদা বিবেচনা উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ও যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে
		সৃজনশীলভাবে উন্নয়নকৃত	শিখন পরিবেশে উন্নয়নকৃত কোন	উন্নয়নকৃত যেকোন কাজের উপস্থাপনে	চাহিদা বিবেচনায় উন্নয়নকৃত যেকোন কাজের উপস্থাপনে

	ডিজিটাল প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া।	যেকোন কাজের উপস্থাপনে ডিজিটাল প্রযুক্তি উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারবে।	কাজের উপস্থাপনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পেরেছে	ডিজিটাল প্রযুক্তি বিভিন্ন উপায়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে	ডিজিটাল প্রযুক্তির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ও যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে
২। বৈশ্বিক বিবেচনায় নিজ পরিচয়ে ডিজিটাল নেটওয়ার্কে তথ্যের নৈতিক, নিরপেক্ষ ও নিরাপদ আদান প্রদানের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে; (৬০%) (শিখন পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, যে কোন পরিস্থিতিতে)	**শ্রেণি ভিত্তিক যোগ্যাতা ১** প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা।	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারবে	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোন তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ সহজভাবে করতে পেরেছে	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে একাধিক তথ্য তুলনা করে নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পেরেছে	বিভিন্ন পরিথিতি বিবেচনায় উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে উপযুক্ত প্রেষিতে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে
		নির্বাচিত, সংগ্রহিত, সংরষিত তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারবে।	যেকোন তথ্য সহজভাবে নিরপেষ মূল্যায়ন করতে পেরেছে।	একাধিক তথ্য তুলনা করে সঠিকভাবে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পেরেছে।	বিভিন্ন পরিথিতি বিবেচনায় তথ্যের নিরপেক্ষভাবে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পেরেছে।
	শ্রেণি ভিত্তিক যোগ্যাতা ৩ বিভিন্ন ধরণের (তারযুক্ত, তারবিহীন ইত্যাদি) নেটওয়্যার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার কীভাবে হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কীভাবে হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা	নেটওয়্যার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ করে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবে;	তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করবে;	তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্কে কীভাবে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার হয় তা পর্যালোচনা করে সেটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পেরেছে;
		তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কৌশল নিধারণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে নেটওয়ার্কে তথ্য আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তার কৌশল নিধারণ করতে পেরেছে;	যেকোন পরিবেশে নেটওয়ার্কে তথ্য আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তার কৌশল নিধারণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনায় নেটওয়ার্কে তথ্য আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তার কৌশল নিধারণ করতে পেরেছে;
	শ্রেণি ভিত্তিক যোগ্যাতা ৫ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারা;	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোন নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ধাপ অনুসরণ করে একাধিক নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনা করে সকল ধাপ যথাযথভাবে অনুসরণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কার্যকরভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;
		ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ই-	শিখন পরিবেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল	চাহিদা বিবেচনা করে সকল ধাপ যথাযথভাবে অনুসরণ

		কমার্স সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;	ব্যবহার করে যেকোন ই-কমার্স সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পেরেছে;	ধাপ অনুসরণ করে একাধিক ই-কমার্স সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পেরেছে;	ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কার্যকরভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ই-কমার্স সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পেরেছে;
	শ্রেণি ভিত্তিক যোগ্যাতা ৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বানিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এ বিষয়ক নীতি মেনে চলা।	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বানিজ্যিক ব্যবহারসমূহ সনাক্ত করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বানিজ্যিক ব্যবহারসমূহ সনাক্ত করতে পেরেছে;	যেকোন প্রয়োজনে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বানিজ্যিক ব্যবহারসমূহ সনাক্ত করতে পেরেছে;	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের বৈচিত্র্য ও চাহিদা বিবেচনা করে ব্যক্তিগত ও বানিজ্যিক ব্যবহারসমূহ সনাক্ত করতে পেরেছে;
		বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বানিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের নীতি অনুসরণ করে ব্যবহার করতে পেরেছে;	"পারিপার্শ্বিক পরিবেশে নীতি অনুসরণ করে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহার করতে পেরেছে।	চাহিদা বিবেচনায় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের যথাযথ নীতি অনুসরণ করতে পেরেছে;
	শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ৭ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা ও তার নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা;	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে পারবে;	বিভিন্ন জনের ভার্চুয়াল পরিচিতি পর্যালোচনা করে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতির বিবেচ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে পেরেছে;	ভার্চুয়াল পরিচিতির বোইশিষ্ট বিবেচনায় বাস্তবতার নিরিখে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনা করে সম্পাদনার মাধ্যমে হালনাগাদ করে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি ও সক্রিয় রাখতে পেরেছে;
		ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে সেবা গ্রহণে তৈরিকৃত ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	প্রয়োজন অনুসারে সরকারি বেসরকারি সেবা গ্রহণে তৈরিকৃত ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনা করে ভার্চুয়াল পরিচিতি কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;
	শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ৮ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে	সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নিজের করনীয়	শিখন পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার নৈতিক দিক উপলব্ধি করে নিজের করনীয়	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার নৈতিক দিক উপলব্ধি করে নিজের	যেকোন পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার যথাযথ নৈতিক দিক বিবেচনা করে তা

	নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা	নির্ধারণ করতে পারবে;	চিহ্নিত করতে পেরেছে;	করনীয় চিহ্নিত করতে পেরেছে;	প্রতিরোধে যথাযথ করনীয় নিধারণ করতে পেরেছে;
	শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ৯ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখা	প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচারসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে প্রাতিঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচারসমূহ চিহ্নিত করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রাতিঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচারসমূহ চিহ্নিত করতে পেরেছে;	চাহিদা অনুসারে প্রাতিঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচারসমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে;
		উপযুক্ত শিষ্টাচার মেনে সক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পারবে।	শিখন পরিবেশে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	চাহিদা অনুসারে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;
	শ্রেভিত্তিক যোগ্যতা ১০ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন খোলা মন নিয়ে ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা	তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী আচরণ করতে পারবে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী আচরণ করতে পারবে;	আঞ্চলিক পরিবেশকে উপলব্ধি করে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে আচরণ করতে পারবে;

ছক-৩: আচরণিক নির্দেশক (BI) মূল্যায়নে পরিমাপযোগ্য আচরণ রুব্রিক্স

নং	কর্মকাণ্ড	E	P	N
১.১:	দলীয় কাজে অংশগ্রহণ	নির্দেশনা অনুসরণ করে কাজে অংশগ্রহণ করেছে। এবং দলে / জোড়ে নিজের মতামত দিয়েছে।	ক + অন্যের মতামত শুনেছে।	খ + প্রশ্ন করেছে। অন্যের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে
১.২:	দলে দায়িত্ব পালন	দলনেতার নেতৃত্ব স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে মেনে নিয়েছে। সঙ্গী বা অন্য সদস্যদের সাথে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে।	ক + কাজের সাথে নিজের জড়িত ভুলের দায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্বীকার করেছে।	খ + কাজের সাথে জড়িত সঙ্গী বা দলের সদস্যের ভুল চিহ্নিত করেছে। চিহ্নিত ভুল এর বিষয়ে নিজের তথ্য প্রমাণ সহ যুক্তি দিয়েছে।
১.৩:	একক কাজ	কাজটি আগ্রহের সাথে নিয়েছে। একাধিক বিকল্প থাকলে নিজে বাছাই করেছে।	ক + নিজের পছন্দের বিষয়ে নিশ্চিত।	খ + নিজের মতের পক্ষে নিশ্চিত। " কেন " এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।
১.৪:	খেলা / প্রজেক্ট ধরনের কর্মকাণ্ড	খেলা জাতীয় বিষয়ে আগ্রহী। ঘরে বসে অংশ নেয়া যায় এমন খেলায় বা কাজে অংশ নেয়।	ক + শারীরিক পরিশ্রম রয়েছে এমন খেলা / কাজে অংশ নেয়।	খ + শারীরিক পরিশ্রম রয়েছে এমন কাজে বা খেলায় স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশ নেয়। কাজে বা খেলায় জিত নিশ্চিত করতে চায়।

নং	কর্মকাণ্ড	E	P	N
১.৫:	আলোচনা ও বিতর্ক ধরনের কর্মকাণ্ড	আলোচনায় আগ্রহের সাথে উপস্থিত থাকে। নিজের মতামত উপস্থাপন করে।	ক + নিজের মতের পক্ষে যুক্তি দেয়।	খ + অন্যের যুক্তি খণ্ডন করে। যুক্তি প্রদান বা খণ্ডনে সঠিক তথ্য ব্যবহার করে।
১.৬:	প্রদর্শনী ধরনের কর্মকাণ্ড	নিজের কাজ অন্যকে দেখাতে আগ্রহী। পোস্টার লেখা, বোর্ডে লেখা, আলপনা আঁকা এধরনের কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নেয়	ক + স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছবি বা ফ্লোচার্ট আঁকে।	খ + ছবি, পোস্টার বা ফ্লোচার্ট এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করে। স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে নিজের প্রদর্শনের বিষয়বস্তু সঙ্ক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়।
২	পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক কার্যক্রম (প্রমাণক হিসাবে পাঠ্যপুস্তক অনুশীলনী খাতা ইত্যাদি)	পাঠ্যপুস্তকে থাকা বিভিন্ন ছক, অনুশীলনী ইত্যাদির ৫০% শিক্ষার্থী পূরণ করেছে	পাঠ্যপুস্তকে থাকা বিভিন্ন ছক, অনুশীলনী ইত্যাদির ৫১% - ৮০% শিক্ষার্থী পূরণ করেছে	পাঠ্যপুস্তকে থাকা বিভিন্ন ছক, অনুশীলনী ইত্যাদির ৮০% এর বেশি শিক্ষার্থী পূরণ করেছে
৩	পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক কার্যক্রমের মান (প্রমাণক হিসাবে পাঠ্যপুস্তক অনুশীলনী খাতা ইত্যাদি)	সম্পাদিত কার্যক্রমে তথ্য, উপাত্ত, প্রক্রিয়ার বর্ণনা ৫০% সঠিক।	সম্পাদিত কার্যক্রমে তথ্য, উপাত্ত, প্রক্রিয়ার বর্ণনা ৫০% - ৮০% সঠিক।	সম্পাদিত কার্যক্রমে তথ্য, উপাত্ত, প্রক্রিয়ার বর্ণনা ৮০% এর বেশী সঠিক।
৪	পাঠ্যপুস্তকের বাইরের কর্মকাণ্ড (প্রমাণক হিসাবে শিক্ষার্থীদের করা মডেল, পোস্টার ইত্যাদি)	পাঠ্যপুস্তকের বাইরের কর্মকাণ্ডের ৫০% পাওয়া গেছে।	পাঠ্যপুস্তকের বাইরের কর্মকাণ্ডের ৫১% - ৮০% পাওয়া গেছে।	পাঠ্যপুস্তকের বাইরের কর্মকাণ্ডের ৮০% বেশি পাওয়া গেছে।
৫	অভিভাবক ও সামাজিক অন্যান্য অংশীজনের সাথে মিথস্ক্রিয়া	পাঠ্যপুস্তক, অনুশীলন বই বা খাতা ইত্যাদিতে নির্দেশনা মোতাবেক অংশীজনের অংশগ্রহণ ৫০% বা তার কম	পাঠ্যপুস্তক, অনুশীলন বই বা খাতা ইত্যাদিতে নির্দেশনা মোতাবেক অংশীজনের অংশগ্রহণ ৫০% এর বেশি এবং ৮০% বা তার কম	পাঠ্যপুস্তক, অনুশীলন বই বা খাতা ইত্যাদিতে নির্দেশনা মোতাবেক অংশীজনের অংশগ্রহণ ৮০% এর বেশি

আচরণিক আদর্শ - Behavioural Standard (BS)

একাধিক আচরণিক নির্দেশকের (BI) এর সমন্বয়ে আচরণিক আদর্শগুলো (BS) নির্ধারণ করা হয়েছে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

শিখনকালীন ও সামস্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও রিপোর্টকার্ড তৈরি ও প্রকাশ প্রক্রিয়ার সাথে হাতে-কলমে পরিচিত হওয়া

প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, স্মার্ট ফোন, নোট বুক, কলম, পেন্সিল।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই অধিবেশনের বিষয়বস্তু "৫.২.৫ মূল্যায়ন উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ধাপে ধাপে" আত্মস্থ করে নিন। নির্দেশিত লিঙ্কটি কাজ করে কিনা যাচাই করে নিন। এবং প্রয়োজনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। মোবাইল ডাটা প্যাকেজ চালু আছে কিনা এবং পর্যাপ্ত ব্যাল্যান্স নিশ্চিত করুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-খ : Software এ ইনপুট দেওয়ার অনুশীলন ও রিপোর্ট কার্ড তৈরি ৬০ মিনিট

1. শুভেচ্ছা বিনিময় করে আগের পাঠের ধারাবাহিকতায় এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করুন।
2. উদ্দেশ্য বর্ণনার পর প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়ক তথ্য অংশ হতে **৫.২.৫** সেকশনটি সঠিকভাবে অনুসরণ করান। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।
3. ৫.২.৬ রিপোর্ট কার্ড (নমুনা) পর্যালোচনা করতে বলুন। সকলের ব্যক্তিগত মতামত সংগ্রহ করুন।

৫.২.৫ মূল্যায়ন উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ধাপে ধাপে

এই সেশনে আমরা শিখবো কীভাবে Software এ শিখনকালীন ও সামস্টিক মূল্যায়ন উপাত্ত ইনপুট দেয়া যাবে।

১। আপনাদের মোবাইল / ট্যাব / কম্পিউটারে ব্রাউজার এ shorturl.at/EHV14 লিঙ্কটি অনুসরণ করুন। নিচের স্ক্রিন আসবে।

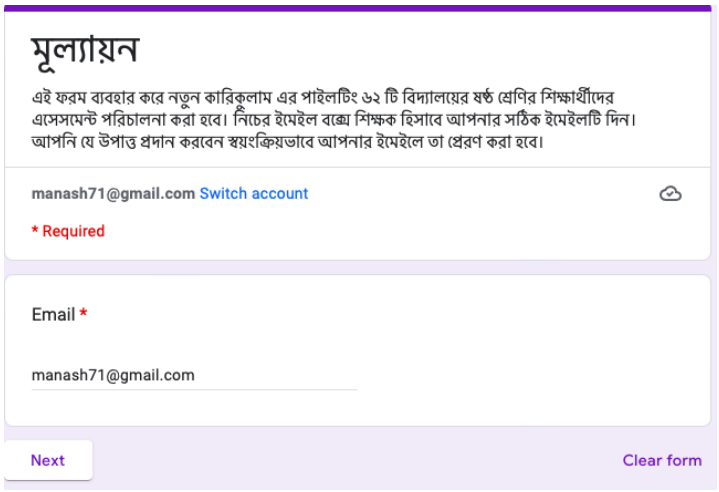

২। আপনার সঠিক ইমেইল ঠিকানা (এই ঠিকানায় আপনার প্রদান করা উপাত্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যাবে) দিন এবং Next বাটন ক্লিক করুন। নিচের স্ক্রিন পাবেন

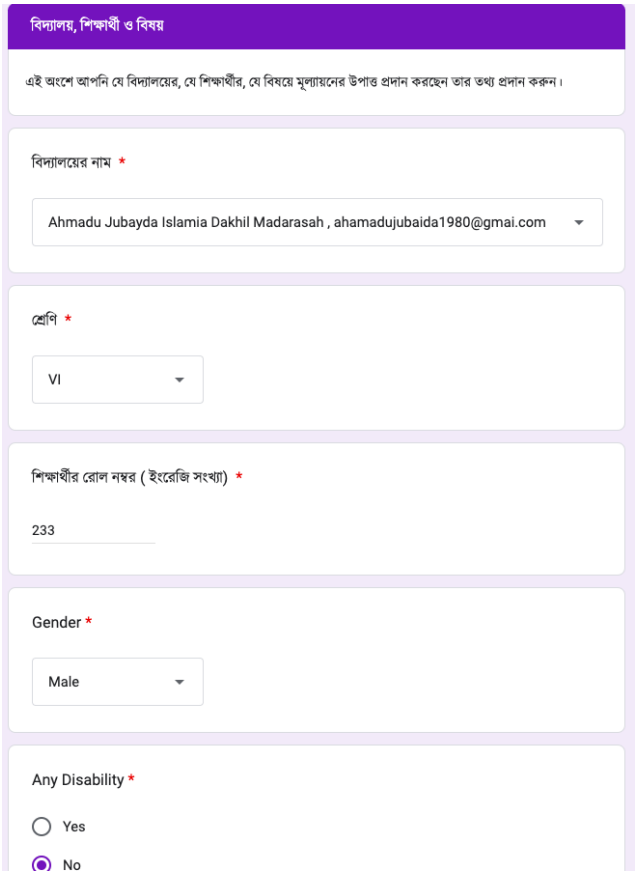

৩। সঠিক ভাবে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য দিন। **শিক্ষার্থীর রোল নম্বর অবশ্যই ইংরেজিতে টাইপ করবেন।** Next বাটন ক্লিক করুন। পরবর্তী স্ক্রিন পাবেন

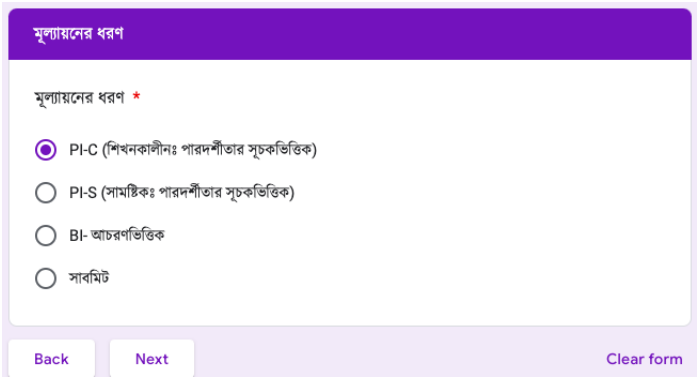

৪। মূল্যায়নের ধরণ (শিখনকালীন PI, সামস্টিক PI বা BI) বাছাই করুন। Next বাটন ক্লিক করুন। পরবর্তী স্ক্রিন পাবেন

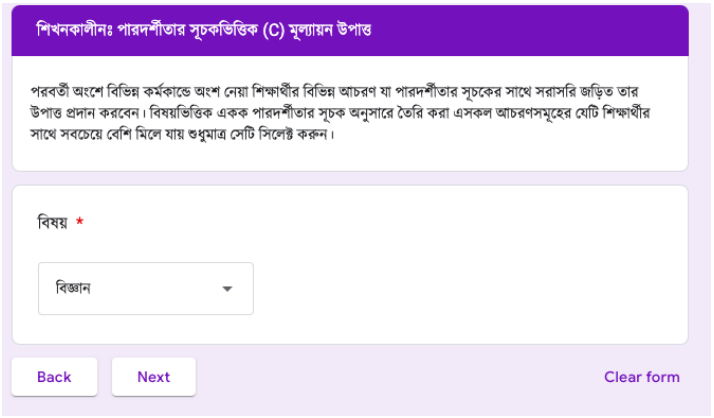

৫। বিষয় বাছাই করুন। Next বাটন ক্লিক করুন। পরবর্তী স্ক্রিন (বিষয়ভিত্তিক PI / BI) পাবেন

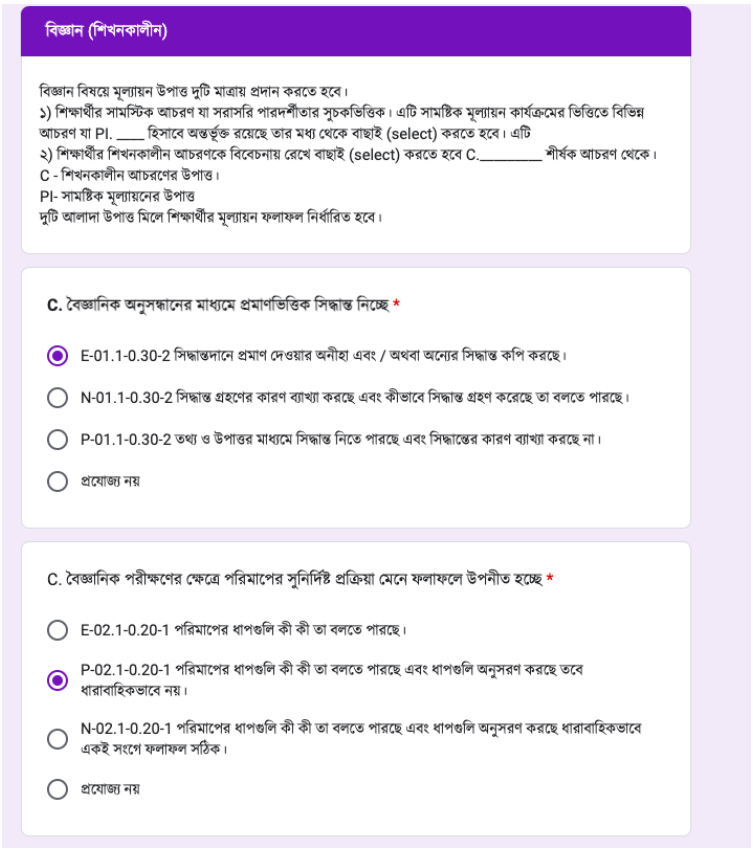

এখানে প্রতিটি PI বা C বা BI এর জন্য তিনটি করে অপশন রয়েছে। যে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করছেন তার বর্তমান আচরণের সাথে যে অপশনটি সবচাইতে বেশি মিলে যায় সেটি বাছাই করুন। সবগুলি PI বা C বা BI বাছাই করা হয়ে গেলে Next বাটনে ক্লিক করুন। পরবর্তী স্ক্রিন পাবেন

৬। ওই শিক্ষার্থীর জন্য যদি অন্য PI বা BI বা C উপাত্ত দিতে চান তবে সেটি বাছাই করুন। অন্যথায় সাবমিট অপশন বাছাই করে Next ক্লিক করুন।

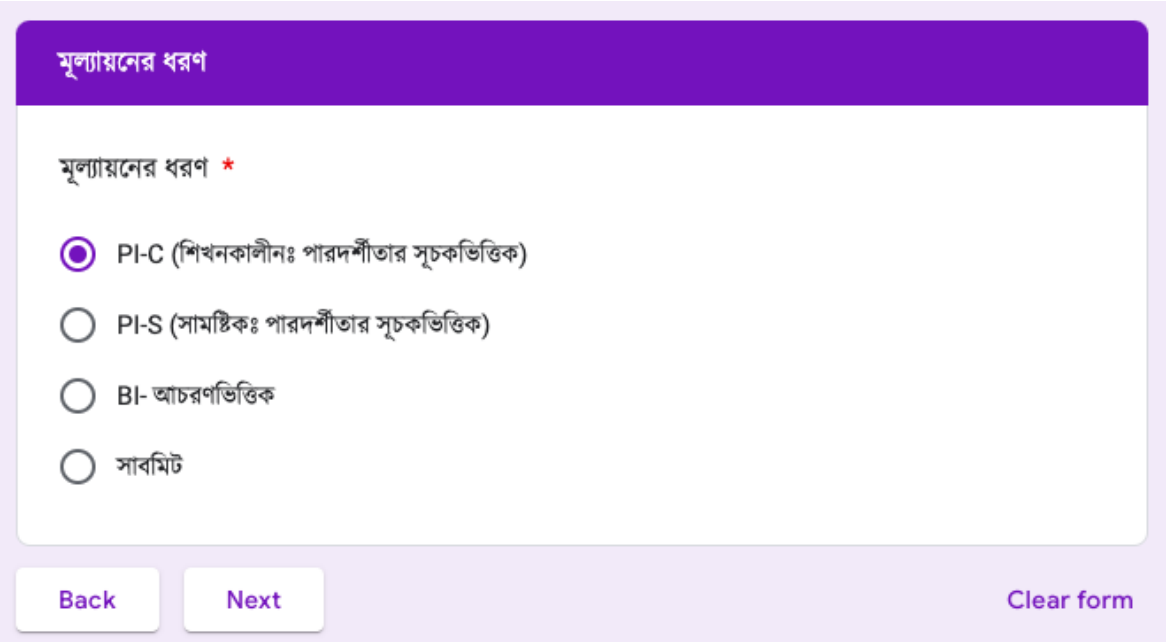

পরবর্তী স্ক্রিন পাবেন

৭।

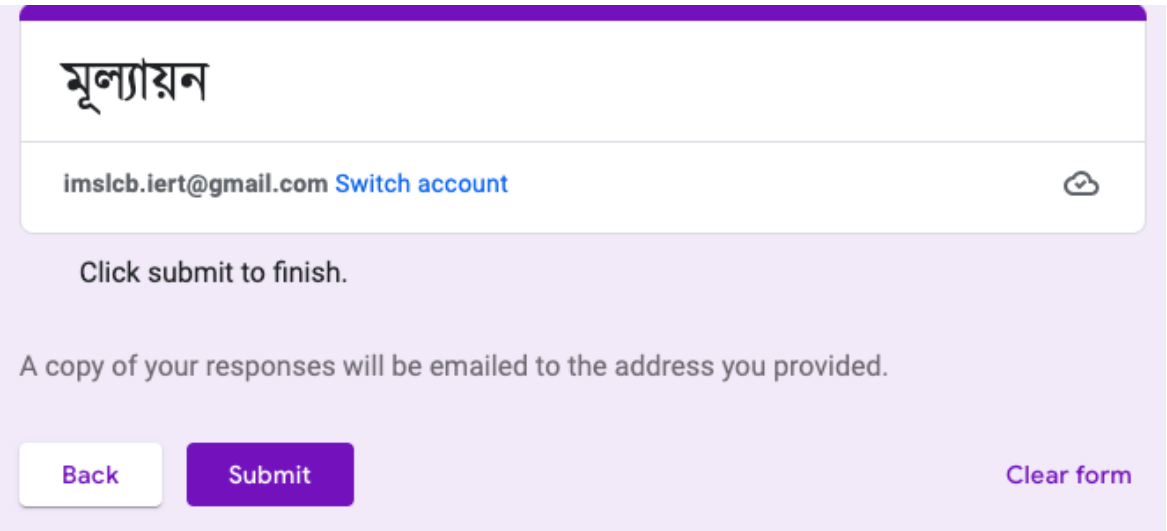

Submit বাটন ক্লিক করুন। আপনি একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন উপাত্ত সফলভাবে সংরক্ষণ করতে সফল হয়েছেন।

৫.২.৬ রিপোর্ট কার্ড (নমুনা)

[শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম]

রিপোর্টের টাইটেল [ষাণ্মাসিক/ বাৎসরিক/ সমাপনী] মূল্যায়ন [সাল]

রোল নং		শ্রেণি	
নাম		শাখা	

[বিষয় নাম]

PS-1	
PS-2	
PS-3	

[বিষয় নাম]

PS-1	
PS-2	
PS-3	

[বিষয় নাম]

PS-1	
PS-2	
PS-3	

[বিষয় নাম]

PS-1	
PS-2	
PS-3	

[বিষয় নাম]

PS-1	

PS-2	
PS-3	

[বিষয় নাম]

PS-1	
PS-2	
PS-3	

[বিষয় নাম]

PS-1	
PS-2	
PS-3	

[বিষয় নাম]

PS-1	
PS-2	
PS-3	

[বিষয় নাম]

PS-1	
PS-2	
PS-3	

[বিষয় নাম]

PS-1	
PS-2	
PS-3	

[বিষয় নাম]

PS-1	
PS-2	
PS-3	

আচরণিক আদর্শ

BS-1	
BS-2	
BS-3	

[মন্তব্য (পরবর্তী শ্রেণিতে স্বাগতম) / (এই শ্রেণির কার্যক্রম পুনরাবৃত্তি কর।)]

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

কর্মদিবস-5

অধিবেশন 5.3: বাৎসরিক বিষয়ভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা এবং নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক শিখন পরিকল্পনা করতে পারা

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব বের করতে পারা

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক শিখন পরিকল্পনা

কাজ-খ : নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

প্রয়োজনীয় উপকরণ

অধ্যায়ভিত্তিক ক্লাস সংখ্যার তালিকা, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে।
- আপনার বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক কত সময় বরাদ্দ রয়েছে তা জেনে রাখা সেই সাথে শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আপনার বিষয়ের জন্য মোট কতটি ক্লাশ পরিকল্পনা রয়েছে তা জেনে রাখা।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক শিখন পরিকল্পনা (৬০ মিনিট)

9. ক্লাস্টার ভিত্তিক বা উপজেলাভিত্তিক দলে অংশগ্রহণকারীদের ভাগ করুন।
10. প্রত্যেক দলে আপনার বিষয়ের জন্য বাৎসরিক মোট সময় এবং শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী অধ্যায়ভিত্তিক প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য কতগুলো করে ক্লাস পরিকল্পনা করা হয়েছে তার তালিকা সরবরাহ করুন।
11. প্রতিটি দলকে তাদের বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা বিবেচনা করে মাস অনুযায়ী বাৎসরিক অধ্যায়ভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা করতে বলুন। শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা করে কোন কোন মাসে বড় ধরনের কাজ আছে তাও চিহ্নিত করতে বলুন। যেমন- দিবস উদযাপন, উৎসব আয়োজন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন, দেয়ালিকা তৈরি, বাইরে থেকে অতিথি আনা, সাংস্কৃতিক বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করা ইত্যাদি।
12. প্রতিটি দলের কাজ সম্পন্ন হলে কয়েকটি দলের বাৎসরিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপনার মতামত দিন।

কাজ-**খ** : নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব (৬০ মিনিট)

13. ৬-৮ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে অংশগ্রহণকারীদের ভাগ করুন। পোস্টার পেপার সরবরাহ করুন।

14. নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব কী কী হতে পারে তা দলে আলোচনা করে ঠিক করতে বলুন। দলগত কাজে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কীভাবে সমন্বয় করতে হবে, নিজ বিষয়ের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন কীভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে, অভিভাবক ও বিভিন্ন অংশিজনের অংশগ্রহণ, নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে বলবেন।

15. যেকোনো একটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনা শেষ হলে অংশগ্রহণকারীদের মতামত দিতে বলুন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্বে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করুন এবং সকলকে তা তাদের খাতায় উঠিয়ে নিতে বলুন।

16. নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা সঠিকভাবে পালনের অনুরোধ করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস-5

অধিবেশন 5.৪: মুক্ত আলোচনা ও প্রশিক্ষণার্থীর আত্মপ্রতিফলন সময় :

(নিজেদের মতো করে লিখে নিতে হবে)

কর্মদিবস-৬ (শুধু ToT এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

অধিবেশন ৬.১: জেলা বা উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

সময় : ১০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

জেলা বা উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে তা নির্ণয় করতে পারা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতির তালিকা প্রণয়ন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি,মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

- প্রতিটি ক্লাস্টার অনুযায়ী জেলাপর্যায়ের প্রশিক্ষকদের তালিকা আগেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। যেমন, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা মিলে ক্লাস্টার ১। সুতরাং ক্লাস্টার ১ এর জন্য রয়েছে নির্বাচিত জেলা পর্যায়ের ৩ জন প্রশিক্ষক। এভাবে প্রত্যেক ক্লাস্টারের জন্য প্রতিটি বিষয়ের ৩জন করে প্রশিক্ষক রয়েছে।
- প্রতিটি উপজেলা অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের তালিকা আগেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। প্রতিটি উপজেলার জন্য ৩ জন করে প্রশিক্ষক নির্বাচন করা রয়েছে। আপনার বিষয়ের উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষকদের তালিকা আগেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে।
- উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য সময়সূচি আগে থেকেই জেনে রাখবেন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : ক্লাস্টার বা উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষকদের নিয়ে দল গঠন

1. শুভেচ্ছা বিনিময় করে গতদিনের সেশনে কী কী আলোচনা করা হয়েছে, তা খুব সংক্ষেপে যেকোনো একজনকে বলতে বলুন। কেউ সাথে আরও কিছু যুক্ত করতে চায় কিনা জিজ্ঞাসা করুন। যুক্ত করার মতো হলে দু'জনকেই ধন্যবাদ জানান।

2. এবার জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের/ উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের নিজ নিজ ক্লাস্টার/ উপজেলা অনুযায়ী দলে বসতে বলুন। প্রতিটি দলে ক্লাস্টার বা উপজেলা অনুযায়ী ৩জন করে প্রশিক্ষক থাকবে।

3. প্রতিটি দলে প্রশিক্ষণসূচি সরবরাহ করুন।

4. উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ বা শিক্ষক প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য সময় অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করুন। প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী প্রশিক্ষন বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন এবং এর জন্য কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে তার তালিকা প্রণয়ন করতে বলুন। এর জন্য ৩০ মিনিট সময় দিন। প্রতিটি দলে পোস্টার পেপার সরবরাহ করুন।

5. দলগত কাজ সম্পন্ন হলে কয়েকটি দলকে তাদের প্ররিকল্পনা ও প্রস্তুতি উপস্থাপন করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে সকলের পরিকল্পনা চুড়ান্ত করতে বলুন।

6. উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তয়নের অনুরোধ করে সেশন সমাপ্ত কলুন।

কর্মদিবস-৬

অধিবেশন ৬.২ ও ৬.৩: অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার গাইডলাইন ও

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষক হিসেবে প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানা
- সিমুলেশনের মাধমে অধিবেশন পরিচালনায় আত্মবিশ্বাসী করে তোলা

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী প্রতিটি অধিবেশনের রিক্যাপ ও রিফ্লেকশন

কাজ- খ : অধিবেশনভিত্তিক সিমুলেশন ও আলোচনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রশিক্ষণসূচি,মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণ সূচি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীদের জন্য সংগ্রহে রাখবেন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী প্রতিটি অধিবেশনের রিক্যাপ ও রিফ্লেকশন

কাজ-খ : সিমুলেশন ও আলোচনা

1. প্রশিক্ষণার্থীদের ৮টি দলে ভাগ করুন। প্রশিক্ষন ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণ সূচি সরবরাহ করুন।
2. মাল্টিমিডিয়া বা পোস্টারে প্রশিক্ষন সূচি উপস্থাপন করুন। এবার প্রতিটি অধিবেশন ধরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করুন।
3. প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে মতামত নিন। মতামত দেবার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীগণ প্রথমে অধিবেশনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলবেন, তারপর অধিবেশন পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করবেন, সবশেষে অধিবেশন পরিচালনায় কোনো চ্যালেঞ্জ থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিটি অধিবেশন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।
4. ৮টি দলের মধ্যে ৮টি অধিবেশন ভাগ করে দিন। অধিবেশনগুলো হলো-অধিবেশন ১.২, ১.৩, ১.৪, ২.২, ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ও ৬.১।
5. প্রতিটি দলকে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী তাদের জন্য নির্দিষ্ট অধিবেশনের সিমুলেশন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন। সিমুলেশনের প্রস্তুতির জন্য ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ করুন।
6. প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত হলে প্রতিটি অধিবেশন ধারাবাহিকভাবে সিমুলেশন করার জন্য আহবান করুন। প্রতিটি সিমুলেশনের পর অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন এবং আপনি নিজেও মতামত দিন। প্রতিটি

সিমুলেশনের জন্য বরাদ্দকৃত সময় ১০ মিনিট ও আলোচনার জন্য ৫ মিনিট সময় বরাদ্দ আগেই জানিয়ে দিন।

7. সিমুলেশন সমাপ্ত হবার পর সম্পুর্ণ প্রশিক্ষন নিয়ে সাধারণ আলোচনা করুন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন। কোনো চ্যালেঞ্জ থাকলে সকলে মিলে আলোচনা করে সমাধান করার ব্যবস্থা করুন।

8. প্রশিক্ষণের গুরুত্ব প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে তুলে ধরুন। সকলকে তাদের মেধা এবং দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণকে সফল করার জন্য অনুরোধ করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।